

BENGAL ENGINEERING COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION - USA & CANADA

Table of Contents

ARTICLE	PAGE
Disclaimer	2
BECAA President's Address	3
Greetings from New Jersey Governor, Chris Christie	4
Greetings from Commissioner, Upendra J. Chivukula	5
Founding members of BECAA	6
BECAA Website and Social Netowrking	7
A-shamantaraal – Krishna Chowdhury	8
A Trip to Florida – Soumyanil Jana	12
A World without Electronics – Abheek Dhara	13
The Greek Economic Crisis – Sunrit Panda	15
Vishwakarma – Architect / Engineer of Heaven - Prabhansu Kumar Ghosal	17
Rise of the Fashion Blogger – Ramyanee Mukherjee	22
Golden Days of B.E. College – Dilip Bhowmick	25
The Journey of a River – Rupsa Jana	29
Ektu Durbin er Goppo – Jayanta Kumar Das	31
Summer's End – Ishani Sengupta	34
Fun and fear – Priyanka Chatterjee	35
Bangladesh: The Holy Land of Hindu and Buddhist Tirthas – Sachi Dastidar	37
Ladybug – Yana Samanta	40
Mohenjodaro (painting) – Debu Chaudhuri	41
My trip to NASA – Rohan Chowdhury	42
A Visit down Memory Lane : Hardinge Bridge at Bangladesh – Amitabha Ghoshal	44
India is Great – Aditi Dhara	47
BECAA Alumni Addresses	48
Best Wishes from our Sponsors	71

BENGAL ENGINEERING COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION ANNUAL REUNION, 2015



~ 44th ANNUAL PUBLICATION ~

THIS PUBLICATION OR ANY PART THEREOF MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION

AS THE OBJECTIVE OF **BECCA** TO BE A FORUM FOR FREE EXPRESSION AND INTERCHANGE OF IDEAS, THE OPNIONS, STATEMENTS AND POSITIONS ADVANCED BY THE CONTRIBUTORS ARE THOSE OF THE AUTHORS AND NOT, BY THE FACT OF PUBLICATION, NECESSARILY THOSE OF **BECCA**. THEREFORE, BECCA DOES NEITHER ASSUME ANY RESPONSIBILITY NOR BEAR ANY LIABILITY FOR THE PUBLISHED MATERIAL CONTAINED IN THIS PUBLICATION



President Dilip Bhattacharya

Exec. Vice-President Debabrata Sarkar

Vice-Presidents

Asok Chakrabarti Debabrata Chaudhuri Sitansu Sinha Asok Datta

General Secretary Niloy Jana

Treasurer Probir Dhara

Past Presidents

Paresh Bhattacharya Amit Banerjea Susanta Gupta Ashis Sengupta Subhendu Nath Debajyoti Guha **Debaprasad Shom** Debi Prasad Ganguly Suhas Choudhury Paritosh K. Ghatak Dhiraj Chanda ShibaPrasad Sircar Sakti Nandi Manoi Pal Dr. Arun Deb Ajoy Das Kumud Roy Sitansu Sinha Amitabha Chatterjee



Alumni Association of USA and Canada

Federal Tax exempted Non-Profit Association Tax Exemption ID# 22-2394370

Dated: September 12th, 2015

Dear Alumni,

I feel honored to welcome you all to the 44th annual reunion of the BECAA, East Coast, and North America.

It is the time to enjoy a bit of nostalgia, for I think I can say for all our alumni that the memory of the stint in BE College is one of the fondest of our lifetime.

This year is special for several reasons. For the first time we had a formal election with written ballots for the positions of office bearers of our Association. We also started a website, a great help for communication, information dissemination and myriad works of the executive committee. Also after a few failed attempts during the past several years we have nearly completed an update to the BECAA Constitution. It has been reviewed, commented on by members of the executive committee and other senior members of BECAA and is in the process of final edition. It will be shortly sent to the general membership with our strong recommendation for its adoption. I convey my gratitude to the executive committee and all others involved for the above achievements.

By now perhaps everybody knows about IIEST, the new name of our alma mater. I take this opportunity to request all alumni to go to GAABESU.ORG and become a life member.

I thank you all for attending this Reunion celebration.

Sincerely,

Dilip K Bhattacharya President, BECAA, East Coast



STATE OF NEW JERSEY Office of the Governor F.O. BOX OO1 TRENTON 06025 (600) EDE-6000

CHRIS CHRISTIE

September 12, 2015

Dear Friends:

On behalf of the State of New Jersey, I am pleased to welcome all those attending the 44th annual Reunion of the Bengal Engineering College Alumni Association of USA and Canada.

Today's reunion and networking event is an excellent opportunity to create and build lifelong and personal connections. As alumni of one of the oldest professional, non-profit engineering institutions in India, you can be proud of the numerous accomplishments and contributions that you have made to the field of engineering and science. I encourage all of you to take full advantage of the great minds around you at the reunion and establish new ties with limitless potential.

Best wishes to all for a successful and memorable event.

Sincerely, Chris Christie Governor



State of New Jersey

Board of Public Utilities 44 South Clinton Avenue, PO Box 350 Trenton, NJ 08625



CHRIS CHRISTIE Governor

KIM GUADAGNO Lieutenant Governor UPENDRA J. CHIVUKULA *Commissioner* TEL: (609) 777-3333 FAX: (609) 292-3887

Sep 12, 2015

Mr. Niloy Jana General Secretary BECAA of USA and Canada 1101 Rhodes Dr. Belle Mead, NJ 08502

Dear Mr. Jana,

Re: 44th Annual Reunion of Bengal Engineering College Alumni Association

It is with great pleasure I extend my warmest greeting to the Bengal Engineering College Alumni Association of USA and Canada as you celebrate your 44th Annual Reunion on September 12, 2015.

As a Commissioner of the New Jersey Board of Public Utilities, I would like to congratulate all the members of this association for their commitment of preserving the dignity of their alma mater. New Jersey is very fortunate to have extremely talented professionals who also help cultivate the state's cultural richness. I applaud all your efforts and those of your members in celebrating your achievement and heritage.

I wish you continued success and all the best for your future endeavors.

Sincerely,

-chanal

(Upendra J. Chivukula) NJ BPU Commissioner

Founding Members of BECAA

BECAA nucleus started in 1971 by a group of alumni with their better halves and family members. Through their dedication, hard work, judicious decision making capability leading to self funded of this start up and making sure everyone is involved, they started this organization. They canvass to as many Alumni as they can find month after month, inviting them to meetings. Interesting part is they did not ignore any one, they listen to everyone, treat everyone equal with respect and that is the success of BECAA.

This is an extra ordinary group of people who embraces all with open arms and whose vision and sacrifices propel BECAA prosperity.

And today we, the BECAA members salute, honor and say thank you to our Founding Members and here they are:

Late Paresh Bhattacharjee 1947 CE Amit Banerjea 1952 CE Asish Sen Gupta 1953 CE Paritosh Ghatak 1960 CE Prabhansu Ghoshal 1964 Arch Pijush Dey 1964 Arch Shailen Bose 1949 CE Nikhil Sarkar. 1966 MET Pinaki Chakrabarty 1961 CE Monoj Guha 1963 MET Late Sunirmal Banerjee 1969 CE Late Suhas Choudhury 1957 CE Late Susanta Gupta 1953 CE Kamalendu Ganguly 1963 ME



Our Website:

https://www.becaaeastcoast.org/

Our Facebook Page:



https://www.facebook.com/BECAEastCoast/

Twitter handle:



https://twitter.com/becaaeastcoast

Any questions/suggestions, please reach out to:

Site Admin: Tanmoy Sanbui Mail-to: tanmoy_sanbui@yahoo.com Contact: 203-524-5216

২ রাস্তায় বেরিয়ে বরফের পাহাড় দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল, গাড়ীর লম্বা লাইন দুদিকে, নড়ছেনা কেউই বিশেষ, যারা রাস্তায় গাড়ী পার্ক করেছে তাদের খুব অসুবিধা গাড়ী বার করে লাইনে ঢোকা। আমার গাড়ী রয়েছে লটে। গোড়ালীর বেশ থানিকটা ওপর অবধি ঢেকে যাওয়া বরফের রাশি ঠেলে গাড়ীর কাছে পৌঁছালাম। প্রায় পনের মিনিট ধরে বৃথা চেষ্টা করে গাড়ী নড়াতে পারলাম না, চাকা বরফের মধ্যে এমন ঢুকে এঁটে রয়েছে যা আমার সাধ্যে কুলিয়ে উঠলনা বার করবার। Shovel থাকলে হতো হয়তো কিন্ড

হবে" । "দেখি কি হয়" । "সাবধানে গাড়ী চালাবে "। গলার স্বরে চিন্তার আভাস। এই এক লোক, যতঙ্কন আমি সুস্থ সবল থাকব উত্যক্ত করে মারবে কিন্তু যেই দেখবে আমার অসুবিধা হচ্ছে বা অসুস্থ হয়ে পড়েছি দিশাহারা হয়ে পড়বে, কি করে আমাকে আবার সুস্থ সবল করে তুলবে তার চিন্তায় নাওয়া থাওয়া বন্ধ করে ফেলবে। নীচে নেমে দেখি এট্রিয়াম থেকে গেট অবধি ভীড়ে ভর্ত্তি। হই চই চলছে, সবার এক কথা, এই অবস্থায় কেউ স্কুল থোলা রাথে, যারা বাড়ী ফিরতে পারবেনা আজকে তাদের রাত কাটানোর ব্যাবস্থা করা উচিৎ স্কুলের ইত্যাদি ইত্যাদি। ছুটির ঘন্টা বেজে গেল।

থেকে পারমিশন ছাড়া কেউ বেরোতে পারবেনা। লোকটা ভয়ানক মিত্মুক। পরের ক্লাসগুলোতে স্টুডেন্টও অনেক কম, বেশীরভাগদেরই তাদের বাবা মায়েরা তুলে নিয়ে গেছে। যে কজন এসেছে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ইন্টারকমে এ্যনাউন্স হচ্ছে স্টুডেন্টদের নাম, তাদেরকে কেউ তুলতে এসেছে। শেষের ক্লাস দুটোতে কেউ এলনা। ছুটির ঘন্টা পড়ার কয়েক মিনিট আগেই নীচে নেমে যাব ঠিক করলাম। তার আগে পাশের ঘরে ডিপার্টমেন্টের ফোন থেকে বাড়ীতে ফোন করলাম। কর্ত্তা ফোন তুললেন, বললাম "হ্যালো, বাড়ী চলে এসেছো" ? "অনেকক্ষন, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এসে গেছ" । "না আমি এই বেড়োচ্ছি। ছেলেরা চলে এসেছে" ? "সব্বাই বাড়ীতে, তোমাদের আজকের এই অবস্থায় স্কুল বন্ধ হয়নি? এ তো বড় তান্ধব ব্যাপার, রাস্তাঘাটের অবস্থা তো ভীষনই থারাপ। আজ তোমাকে স্কুলে রাত কাটাতে

যাচ্ছে কদিন থেকেই। আজকে না এলেই পারত রিনি ভাবলো। কিন্তু এটা ফেব্রুয়ারী মাস, এই সময়ে তো সব দিনই blizzard হবার সম্ভাবনা থাকে। গত সপ্তাহেই তো বাড়ী বসে ছিল দুদিন, রোজ রোজ কামাই করলে তো চলেনা, নতুন চাকরী। এখন বাজে মোটে সকাল দশটা। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই জানলার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে রাস্তা দেখে আসছে সে। না এখনও রাস্তাঘাট পরিষ্কার আছে। এই করতে করতে লাঞ্চের সময় চলে এল। স্নো বেশ বেগে পড়ছে, রাস্তার দুপাশে সাইডওয়াক উঁচু হয়ে গেছে। স্কুল ছুটি হতে এখনও তিনঘন্টা বাকী। অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখল রিনি, ওরা সবাই অনেক দিন ধরে কাজ করছে এথানে। পারমিশন ছাড়াই চলে গেল এলিজাবেথ, লিণ্ডা এবং আরও বেশ কয়েকজন। টমাস মানে ডিপার্টমেন্ট হেডকে জিজ্ঞেস করতে বলল প্রিন্সিস্যাল ওদের যেতে দিয়েছে। এদিকে প্রিন্সিস্যাল একটু আগেই ইন্টারকমে এ্যনাউন্স করেছে বোর্ড

সকাল থেকে আকাশ ঘনঘটা হয়ে রয়েছে, কিছুক্ষণ হলো স্নোঞ্লেক্স পড়া শুরু হয়েছে। আজকে blizzard হবে আবহাওয়ার থবরে বলে যাচ্ছে কদিন থেকেই। আজকে না এলেই পারত রিনি ভাবলো। কিন্তু এটা ফেব্রুয়ারী মাস, এই সময়ে তো সব দিনই blizzard হবার

কৃষ্ণা চৌধূরী (Spouse of Debu Chaudhuri – EE '68)

দিয়ে storm watch দেখছে। T.V দেখতে দেখতেই মার্গারেট ডিনারের ব্যাবস্থা করতে শুরু করল, আমি এগিয়ে গেলাম সাহাম্য করতে, মার্গারেট বলল "it is all broil and bake, no stirring standing by the oven for 3 hours" মালে আমাদের রান্নাবান্না মে কষ্টসাপেক্ষ সেটাই বলতে চাইল। প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, আরও ঘন্টা থানেক আমরা T.V দেখে ওপরে গেলাম, সেখানে দুটো বেডরুম। বড় বেডরুমে একটি বিশাল খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র, ছোট ঘরটিতে দুটো সিঙ্গল বেড। মার্গারেটের ননদ Alison এবং আমি এথানেই শোব আজ রাত্রে, অন্যদিন Alison ও Sherry শোয় এথানে। আজকে Sherry ওর মার সঙ্গে শোবে।

আমি একটা ফোন করতে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে Sherry দেখিয়ে দিল ফোনটা। কর্ত্তার গলা শোনা গেল, "হ্যালো, আমি বলছি মার্গরেটের বাড়ী থেকে", "তুমি ওর বাড়ীতে চলে যেতে পেরেছো"? "আমি নিজের গাড়ী চালিয়ে আসিনি, Margie আমাকে তুলে নিয়েছে রাস্তা থেকে"। "তাহলে তোমার গাড়ী কোখায়"? "স্কুলের পার্কিং লটে"। "কিছু হবেনা তো"। "না, না, security আছে। সব ঠিক আছে তো"? "হ্যাঁ সব ঠিক আছে, snow শেষ হবে রাত দশটা নাগাদ খবরে বলল, আমি একবার রাত্রের দিকে ফোন করব"। ফোন নম্বর বাড়ীর ঠিকানা সব লিখে নিলেন। ফোন রেখে আমি ওদের কাছে বসলাম, সবাই T.V খুলে মনোযোগ

৩

আর আমার সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে সুতরাং দ্বিধা করলাম লা। মার্গারেটের বাড়ী এথান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা, আমাদের পৌঁছাতে একঘন্টার ওপর লাগলো। এটা একটা টাউনহাউস, গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে সেখান দিয়েই আমরা ভেতরে ঢুকলাম। প্রথমেই কিচেন সঙ্গে লাগোয়া ডাইনিং রুম, পাশেই মোটামুটি সাইজের লিভিং রুম। ওর বাড়ীতে আমি আগেও এসেছি, দেখলাম কিছু অদল বদল হয়েছে। সোফায় দুজন ভদ্রমহিলা বসে, একজনকে দেখেই চিনলাম Margieর মেয়ে Sherry আর একজন মার্গারেটের বয়সী ঠিক চিনতে পারলাম না। আলাপ করিয়ে দিল ওর ননদ।

বিশেষতঃ Margie যখন বলল রাত্রে কেউ ওথানে থাকবেনা। ও এই টাউনে থাকে, আমার থেকে ঢের বেশীদিন ধরে কাজ করছে,

কাটাতে হবে ভেবে আবার ফিরে যাব ঠিক করলাম। পার্কিং লট থেকে সেই বরফের ঢালের মধ্যে দিয়ে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পরলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কেউ ডাকছে, "রিনি রিনি" । তাকিয়ে দেখি মার্গারেট রাস্তায় গাড়ীর লাইনে, গাড়ীর চাবি বন্ধ করে অন্য সমস্ত গাড়ীর চালকদের মতোই বসে আছে। "কোখায় চলেছ?" জিজ্ঞেস করল আমাকে, "গাড়ী বার করতে পারলাম না তাই ফিরে যাচ্ছি স্কুলে মনে হচ্ছে আজকে আমাকে অনেকের মতো স্কুলেই রাত কাটাতে হবে" । "কেউ থাকবেনা সবাই আগে পরে চলে যাবে। তুমি এস আমার সঙ্গে ", বলে গাড়ীর দরজা থুলে দিল। আমি ভাবলাম ও আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে। বললাম "আমার বাড়ী অনেক দূরে তুমি এই অবস্থায় অতটা রাস্তা যেতে পারবে" ? "আমি তোমাকে তোমার বাড়ী গোঁছাতে যাচ্ছিনা, আজ রাত্রে তুমি আমার বাড়ীতে থাকবে "। হায় কপাল আমি কি মূর্থ! এই অবস্থায় কেউ কাউকে ride দেয়? তবু শ্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললাম স্কুলে থাকতে হবেনা ভেবে

খালি হাতে বরফ সরিয়ে গাড়ী বার করা এই হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে শিবের বাবা এলেও পেরে উঠবেনা। অতঃপর স্কুলেই রাত _____ রাত্রে শেরীর বিশাল ঢোলা নাইটি পরে আমি শুয়ে পরলাম। Alison জিজ্ঞাসা করল অন্য বাড়ীর বিছানায় অসুবিধা হচ্ছে কিনা। আমি জানালাম কিছুমাত্র না। এই বিছানা আমার বাড়ীর বিছানা থেকে যে ভাল নয়, ওকে আর বললাম না তবে রোজ রাত্রে আমার গেঁটে বাতওলা স্বামীর আধঘন্টা ধরে হাত পা টিপে দেবার থেকে ঢের ভালো। "Alison, where do you live"? আমি জিজ্ঞেস করলাম। "Right here in this house". বুঝতে পারল আমি একটু অবাক হয়েছি। ও বলতে শুরু করল "মার্গারেট যখন সাতনাসের প্রেগন্যান্ট শেরীকে নিয়ে তখন আমার দাদা মার্গারেটকে ছেড়ে চলে যায়। আমারই এক cousin এর widowর সঙ্গে extramarital relationship হয় তাদের। সে কি দুরাবশ্ব্য মার্গারেটের, পেটে বাদ্ডা, চাকরী সামলে একা একা অসহায় অবস্থা। আমি আমার দাদাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সবাই চেষ্টা করেছে

কিন্তু কিছুতেই না, সেই bitchএর মোহ থেকে কিছুতেই বার করা গেলনা তাকে। সেই সময়ে আমি ও Margieর মা ওর পাশে দাড়ালাম। শেরী জন্মাল, তার কিছুদিন পরে মার্গারেট ডিভোর্স ফাইল করল, একফোঁটা চোথের জল ফেলেনি, শেরীকে কি চমৎকার করে মানুষ করল, শেরী কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে communication এ distinction নিয়ে পাশ করে recently anchor woman এর কাজ করছে NBCতে এসবই জান নিশ্চয়ই।

8

আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম ঐ হতভাগা দাদার সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখবনা। আমি নিজেকে মার্গারেটের এই অবস্থার জন্য দায়ী ভাবলাম কারন আমিই আমার ছোটবেলার বন্ধু মার্গারেটের সঙ্গে দাদার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম এবং চেয়েছিলাম ওরা দুজনে বিয়ে করুক। সেইজন্য আমিও আর বিয়ে করিনি, শেরীকে দেখাশুনো করব আর মার্গারেটের কাছেই থাকব সারাজীবন। অবশ্য Marge যদি আবার বিয়ে থা করত তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো"

Alison এর কথা শুনতে শুনতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। লনদ ভাজের এই আভাবলীয় ভালবাসার কথা আমি জীবনে কথনও শুনিনি এবং ভাবতেও পারিনা। নিজের রায়বাঘিনী ননদিনীর কথা মনে হল, যাকগে সেকথা, কি বলতে কি বলে ফেলব শেষকালে অনর্থ হয়ে যাবে কথা কানে গেলে। আমি বললাম "Margie ডিভোর্সড সেটা জানি সবাই কিন্তু তার পিছনে এইরকম হৃদয় বিদারক ঘটনা আছে সেটা তো জানা ছিলনা। ও কোনওদিনও ওর স্বামীর বিরুদ্ধে একটাও থারাপ কথা বলেনি অন্যান্য ডিভোর্সড বা ম্যারেড মেয়েদেরও মতো" । Alison বলল "Margieর আত্মসম্মান জ্ঞ্যান প্রচণ্ড, ও কোনও অবস্থাতেই গ্যারী মানে ওর স্বামী, আমার দাদার সম্বন্ধে একটাও বাজে কথা বলেনা। ভেতরে প্রচণ্ড অভিমান আছে কিন্তু কথনও তা প্রকাশ করেনা" । আমি আরও অভিভূত হয়ে গেলাম, এ জন্যই কি মার্গারেটের এত অসাধারন ক্ষমতা? যারা সাধারন মেয়ে তারা অতি অনায়াসেই গলগল করে একগাদা বকে যায় স্বামীর বিরুদ্ধে রাগ হলেই, তাই তাদের সমস্তু শক্তি বেরিয়ে যায় কিন্তু মার্গারেট যেহেতু সাধারনের দলে পরেনা তাই সে গলগল করে বকে না তাই বোধহয় তার সমস্তু শক্তি ভেতরে থেকে যায়। পরের দিন সকাল এগারটা নাগাদ কর্তা এলেন বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ঝক্ ঝক্ করছে চারিদিক, রাস্তাঘাটও অনেক পরিষ্কার। মার্গারেটের বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্কুলের প্লাও করা পার্কিং লট থেকে গাড়ী তুলে যেটা আমার বড় ছেলে ড্রাইভ করল আমরা বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম আর কথার ফাঁকে ফাঁকে মার্গারেটের কথাই মনে হতে লাগলো।

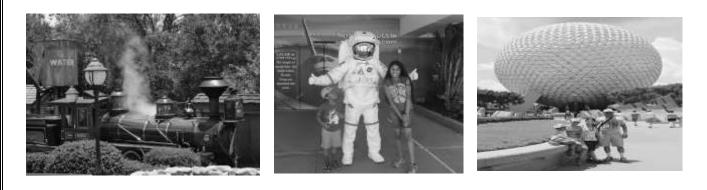
আমার কাছে Margieর এই শক্তির উৎস কি শুধুই আত্মসম্মান জ্ঞ্যান নাকি তার পাতিব্রাত্য নাকি চরিত্রহীন infidelity দোষযুক্ত স্বামীকে ক্ষমা করতে পারার অসীম মনোবল? শুনেছি মানুষকে ক্ষমা করতে পারলে নিজের মনে শান্তি পাওয়া যায়। মার্গারেট কি নিজের শান্তির জন্যই কখনও পতিনিন্দা করেনা? কে জানে? সারা সময়টা এ কথাই ভাবতে ভাবতে কখন বাড়ীর দোড়গোড়ায় পৌছে গেছি বুঝতেও পারিনি।

> For more her work and information for her published books, please visit: www.UsBengalForum.com

<u>A Trip to Florida</u>

Soumyanil Jana (6 yrs.) Son of Niloy Jana (CST '94) and Soumi Jana

We went to the vacation. We took a plane. The plane was fast. We flew like a bird. I sat by the window. We ate snacks in the plane. We went to Disney Land. We rode on the roller coaster. We saw a big water slide. We saw a whale. We saw dolphins. The dolphins kick the water with their tails. I love dolphins. They are my favorite. We met the astronauts in NASA. We drove a race car in Epcot. We watched the China town show. We also saw a big golf ball. We took picture in front of the golf ball. We saw fireworks at night. We came back to the hotel in monorail. I miss Florida.



>> USA & Canada <<

A World without Electronics

Abheek Dhara (5th Grade) Son of Probir (ETC '98) and Sumita Dhara

What would you think of life without video games and TV? No defeating the Ender Dragon or the Wither Boss in Minecraft? No more Bowser in Super Mario Bros. 2? No more goals in Fifa 15? No more shows on Disney XD? Well that is what exactly happened in the past. Kids had no idea what these so called "electronics" were, because there was no such thing as them! They had to find different ways to entertain their selves, and have fun. So, they made up their own games that are very familiar to us today. You may not know this, but if you open your mind to the surroundings, you will find a way to have fun without burning your eyes out. So let us travel back in time to see what to do if you're parents, out of the blue, tell you that tomorrow you will have to start living like a pioneer.

Are you missing Fifa 15? Then why don't you play soccer for real? Soccer is a great game to play with friends and family. It is also very fun. This was a popular game in the past. The winners and the losers don't matter. It only matters if they have fun. Even though there are lots of rules, the game is very simple. There are many things you can do outside, like basketball, baseball, and other sports. But what if you are stuck inside? No, we are not thinking about electronics. Little girls have an ability to stay well stuck with dolls (not asking you guys to do that). Are you going to let them take that advantage? No way! You can't let them! Boys are always better! Why not trying to find a game? Do you guys know about the game marbles? This is a game that you have to try to hit as many marbles as you can with one marble. The person who gets the most marbles in the least shots wins. If you are still missing soccer, why not play paper soccer? Paper soccer is a game where all you need is a piece of paper, two pencils, a ruler, and a friend. You draw out the field, and place your players anywhere on the field, turn by turn. Then the person wants to start, takes his pencil and places it on his player that is the closest to the middle. He then slides the tip of the pencil the direction he wants the ball to go. With that mark, place the ruler on the line, so it faces the direction of the end of the line. This will help you see where it will go. If the ball goes out, follow the regular rules, throw in, or goal kick. If the ball goes to one of your players, then you get to go again, using that player. There are also many games that you can play with a sibling, such as a thing called board games. Some people make up jokes about them, like "Board games are boring!" That is actually not true. If you are playing chess, it might be a life-or-death situation, which is very intense. These games are classical and fun to play. They need logical reasoning, and a lot! Another thing that we forget about when they play devices is their own family. If you are bored, why not play a game of Ludo with your siblings or parents? It is very fun to spend time with them. You will never know what your parents' crazy idea is next!

Every day, lots of us watch TV for about three hours a day. We just sit there, hypnotized by the show. We miss out on all the fun just because we are watching TV. Instead, we could make our own shows and plays. We can make many costumes and fun scripts. Nobody would need to watch TV if we had this. We can also play instruments to make a melody to go with the play. And who even needs a TV to get the ideas if we have books. Books are a respectful thing in life. We can pass hours without taking their eyes of a book. Books help us read stories past down from many generations.

Another thing that happens when people watch lots of TV is that they get very scrawny and weak. They get sick very often, so they have to get lots of medicines. That is why physical fitness is a very important thing in life. If we watch TV less, and do physical fitness for an hour a day, everybody will be in good shape, anytime. If we don't exercise, then we will have to suffer the consequences.

In the late 20s, scientists invented phones. Later, people invented something called texting. That was a big mistake. But why? People invented texting for sending messages. Texting was a hit, and almost everybody these days text. But there is one thing that texting can't add. Imagination. That is why we have the post office system. Instead of just typing, we kids can hand write. We can also draw. This a way to show the person who we were sending it to how hard we worked on it. This will make them happy to see how much effort we put for them.

Remember, playing devices isn't the only thing in the world. Too much of these games can strain your eyes. This is why many of us have to get glasses and contacts. People who play lots of video games also get carried away from school work studies. But I guess sometimes it is ok and fun to play these laptops and watch TV. It is still best to play as little as possible. Let's have some fun outside of screen!!

The Greek Economic Crisis (as of 7/12/2015)

Sunrit Panda Son of Gokul (97' Min E) and Shikha Panda(98' Arch)

The Greek economic crisis is an ongoing problem in Europe. Since the crisis, the Greek unemployment rate has soared to 25.8% and even after 260 Billion euros in bailout money, Greece still sits in the dark hole of debt. Some analysts are even saying that conditions are worse than the Great Depression. This seems like a huge mess, but how did it start, what can we do to fix it, and will Greece ever make it out of economic meltdown.

As we all know Greece is part of the European Union (EU), and the currency used by the EU is the euro (€). To understand this as an issue, we need to understand the financial system of a country. Any given country has a monetary and fiscal policy. Monetary policy governs how much money is printed and the interest rates for borrowing and loaning money. Fiscal policy governs taxes and how they are spent, in addition it rules how much a government can borrow from investors. The European Central Bank (ECB) prints all the euro's in Europe and it controls interest rates in the Euro-Zone, therefore Europe has a unified monetary policy. Whereas, all the countries in Euro-Zone have their own fiscal policy, this is where all the trouble starts. Before the EU Greece could only borrow money from investors at 18% interest. Added to this (years before the Euro) the Greek government usually failed to collect most of the taxes they imposed on their

citizens, but when the ECB came to be the interest rate fell to 2%, this allowed the money Greece could borrow to skyrocket. Taxes were no longer a problem, Greece could borrow double, or even triple of its tax revenue. The money that Greece borrowed in addition to their tax revenues was called deficit. Year after year Greece would accumulate massive debts due to the very high deficit, and year after year the Greek government would report lower deficits than that were actually present. This continued until one day the new Greek government broke the news to the world that it had accumulated a debt so large that there was almost no hope of it ever being repaid.

Now what happens when a small country in the EU is in massive debt? It calls on the larger and more fiscally stable economies such as Germany and France to pay its bills. And that's exactly what happened . . . sort of. See Germany wasn't comfortable giving hundreds of billions of Euros to Greece with no guarantee that another crisis would not pop up again. Finally Germany agreed on the condition that Greece would follow their austerity measures. This meant cutting the large government benefits and massive pensions plus forcing EVERYONE to pay taxes. In essence, Germany said, "If you want OUR money you need to also take OUR morals."

But all was not rosy with the bailouts and austerity measures. The new laws targeting austerity measures caused unemployment to spike and riots to ensue, and as Greece's taxes were based on how much its citizens earned this resulted into black money markets. In a way Greece had entered a worse situation than it was already in. Because of this, after two bailouts totaling 250 BILLION Euros, Greece has rejected austerity and thus the EU is debating a third bailout and the government is on the verge of default.

The question we all wonder now is whether Greece will get its act together and make a plan to stop this disaster and make a functional fiscal policy or will EU leaders finally agree to Germany's plan to ban Greece for 5 years. Unfortunately, unless circumstances change the scale is leaning towards the dreaded Gregzit.

VISHWAKARMA – ARCHITECT/ ENGINEER OF HEAVEN

Prabhansu Kumar Ghosal (Arch '64) Emeritus Member of the American Institute of Architects

Even after so many years I still distinctly remember the excitement within me when I joined the Bengal Engineering College, popularly known as the B.E. College, as a

freshman in Architecture. It took some time to settle down and get used to the College and hostel life. Some of my friends bought college blazers. I noticed the design of the crest on them. It was a circle with the clock-tower in the center and an inscription saying BENGAL ENGINERING COLLEGE in a circular fashion within it. Also noticeable was the quotation in Sanskrit that said "पुरुष एबेद विश्वकर्म." It was taken from Mundaka Upanishad (সুতক



উপনিম্প ২:১:৩২) with some modification. Its transliteration would be "Purusha Ebeda Vishwakarma". A translation would likely mean "It all is the creation of Vishwakarma." All of that was wrapped within a heavy-duty gear with approximately



24 teeth. The whole thing was within a shield.

Though his name was on the crest, Vishwakarma, for some unknown reason, was somewhat neglected. Vishwakarma Puja was not a B.E. College holiday. But the workshops and factories within the B.E. College campus observed the puja in full honor.

Vishwakarma, meaning the "maker of all that exists in the universe," has been worshipped as a major deity since ancient times. Though not directly mentioned in the Vedas, Vishwakarma has been subliminally referred to in the Rigveda. In rhyme 80 and 81, there is mention of a divine force as the "Cloud rider" (रमखनाइन), "Killer of Vritra" (मुद्रद-ज), "Owner of Vajra" (म्ह्रापेनजी) etc., thus opening the doorway for emergence of Vishwakarma as an important god in later scriptures. In puranas ('जूजी'), meaning the ancient tales, he is visibly present performing formidable tasks. There are many interesting stories about him.

Vishwakarma is worshipped in two different forms. In most of India, he resembles Brahma (नका) because he is the son of Brahma. Thus, being the son of Brahma, the supreme creator, Vishwakarma inherits fine skills of art and science related to creation. Some consider Brahma and Vishwakarma one and the same.

Professor Stell Kramrish in his book "Hindu Temples", categorized Vishwakarma in the following way - "Originally, the name Vishwakarma is that of the working aspect of the Supreme Principle, Brahma being the thinking aspect." Therefore Vishwakarma used to be worshipped in an idol similar to Brahma. He is old and his hair, mustache, and beard are all gray. Much like Brahma, he holds a sacred water pot and rides a swan.

The figure in which Bengalis worship Vishwakarma is distinctly different. Swami Nirmalananda of Bharat Sevashram Sangha described reasons for this in his book "Hindu Gods and Goddesses." According to him a different looking Vishwakarma was first worshipped by Keshari Roy, the chief of iron workers of Kolkata. Here Vishwakarma is handsome and young. He rides an elephant. He is holding a hammer, a chisel and a scale. He is also seen blessing. Bengalis worship Vishwakarma in the last day of Bengali month Bhadra (可知). It approximates the 16th, 17th or 18th of September.

Vishwakarma's birth has been mentioned in a number of scriptures. These stories are at times contradictory. According to the Brahma Vaibarta Purana (उक्करेंसर जुंदान) he is son of Brahma. Thus, being the son of Brahma, the supreme creator, Vishwakarma inherits fine skills of art and science related to creation. He is thus the Architect, Engineer, Sculptor, Painter, Goldsmith, Craftsman, Draftsman,



Blacksmith, Mechanic, City Planner, Urban Designer, etc. He is the Designer of heaven and all palaces of gods.

In some scriptures, Vishwakarma has been described as the grandson of Baravarnini (বরৰণিনি), the sister of Brihaspati, the guru or the spiritual master of gods.

VISHWAKARMA'S CREATION:

Vishwakarma is credited with the design and execution of flying charlot (Puspaka Ratha) that gods use to move around. The popular Indian epic Ramayana describes



RAVANA FIGHTING JATAYU ENROUTE TO LANKA WITH ABDUCTED SITA -A PAINTING BY RAJA RAVI VARMA

Vishwakarma as the creator of Swarna Lanka (Lanka of Gold) and the Flying Charlot of Ravana. It is with this charlot that Ravana abducted Sita to Lanka.

Vishwakarma had his daughter Sanjna (সংজ্ঞা) married to the Sun God, Surva (সুখ). But heat radiating from Surya's body was too intense for Sanjna to endure. She returned to her father seeking some solution. With his rotating trimmer Vishwakarma trimmed off one-eighth of Surva's mass. When this body mass was falling down to earth Vishwakarma collect it in a bowl. He then created Trishula (trident) for Shiva, Sudarshana Chakra (spinning blade) for Vishnu, and various weapons for all other gods. After Mother Durga came into being out of the great inferno Vishwakarma put a protective shield (Kavacha 445) over her body. He also gave her an axe as a weapon.

Devotees believe that the wooden figures

of Balarama, Krishna and Subhadra in the Jagannatha temple in Puri were originally the creation of Vishwakarma.

In the Ramayana, Rama planned to fight Ravana to free Rama's wife Sita. Rama's army had to cross the ocean. Hence a bridge had to be built to reach Lanka. Vanara king Sugriva ordered his army to build the bridge. But when stones were placed in the ocean they went all the way down to the ocean bed. Sugriva faced an insurmountable obstacle. He then carefully scrutinized possibilities within his army. He recollected that Nala (नन), one of his army generals, was the son of Vishwakarma. He commissioned Nala to take charge of the bridge project. This strategy worked. Nala touched the stones before those were placed in the ocean. Stones floated and the bridge was built.

Jarasandha (জরাশ-গ), king of Magadha (শণগ), was a mortal enemy of Krishna. Their hostility further increased after Krishna killed Jarasandha's son-in-law Shishupala (শিশুপাল). Jarasandha attacked Krishna's capital Mathura (শহুরা) countless times. Krishna became tired of fighting. So he shifted his capital to Dwaraka (জ্বার্গন) and authorized Vishwakarma to plan and build new capital. The Bhagavad Purana depicts the new capital to be exceedingly beautiful.

Once, a powerful demon Vritra (न्वा) conquered heaven and created havoc for the gods. He dethroned Indra (रेन्द्र) even though Indra fought with all weapons in his arsenal. But Vritra was invincible by conventional weapons. At the instruction of Brahma, the supreme creator, Vishwakarma created a new weapon, Vajra, from the bone of Sage Dadhichi (गर्वाफ). Indra was finally able to kill Vritra.

Vishwakarma's creation of Tilottama (Toundard) is the story of fabrication of the most beautiful woman that ever walked the universe. The story goes as follows: Once two demon brothers Sunda (34) and Upasunda (3434), worshipped Brahma asking for immortality. Brahma did not grant it. He agreed to grant any other boon. The brothers finally settled for a blessing that they would not die unless they kill each other. This, to the brothers, seemed equivalent to immortality because they so much loved each other that killing seemed impossible. Indra fought with all the vigor but could not harm the demons. All mighty weapons, including Vajra, failed to harm the demons. A bewildered Indra went to Brahma to seek advice. After hearing the story Brahma said that the demon brothers would only die if they kill each other. Therefore Indra should find a way to create a rift between the two brothers. But they loved each other too much. Indra sought advice from all wise pundits. They concluded that the failsafe way of creating a conflict between the brothers is to allure them with the prettiest woman there could be. Indra approached Vishwakarma to produce the most beautiful woman that was ever born. Vishwakarma duplicated perfect body parts from the most beautiful women bit by bit and thus created an apsara (heavenly dancer). The name given to the woman

was Tilottama (जिल्लायमा), meaning "a woman whose every component is perfectly beautiful". She was asked to approach the demons in a playful and sensual manner. She wore scant clothing exposing most of her erogenous body. She had a welcoming mood in her eyes. Seeing such a perfectly beautiful woman both the brothers wanted to have her. Their desire was so intense that they engaged into a fight and ended up killing each other. Indra got his throne back. He then decided that Tilottama should be sent out of reach of all beings. So she was placed in sun (मूर्यज्ञाक) where she lives undisturbed.

Mahabharata describes Vishwakarma to be the Architect/Builder of a number of large projects. He built the city of Hastinapura (고국과기열리), the capital of Kauravas before the great war of Kurukshetra. He also built the city Indraprastha (고국과국) for the Pandavas.

It is customary to fly kites (पूर्ण) in the day when Vishwakarma is worshipped.

Another tradition observed in that day is drinking hashish (निषि). The history of these practices are not well known to us.

Rise of the Fashion Blogger

Ramyanee Mukherjee

Daughter of Ratna and Arindam Mukhopadhyay (Mechanical, 1990)

Anna Wintour. Annie Leibovitz. Karl Lagerfeld. These are all names you may have heard of, as they have become household figures with the iconic work they create. They have worked all their lives to come to the position of where they are today. But what if one day, a college student interested in fashion decided to start a blog, where she/he would document their everyday activities and thoughts. And what if one day they ran these iconic names out of business? Well that's exactly the case for millennials who have taken over the fashion industry with their popular blogs, which have garnered hundreds of thousands of followers.



Street style photographers capturing a fashionista's outfit at Paris Fashion Week.

What Is It?

A blog, according to the dictionary, is a regular updated website or web page, typically one run by a student or a group that is written in an informal or conversational style. A blogger is essentially someone who posts on the blog. Blogs are very easy to start, which contributes to the growing number of bloggers. Companies and startups can take months to plan and actually start, which can cause people to become uninterested. However, with a blog, all you have to do is sign up on a free website, give it a name, and simply click "post". This is helpful for students, who have limited time. So why do people start blogs? Most people start because they are attracted to a certain topic and want to share their thoughts with the world, but might not be able to pursue a job in that field, maybe because they don't have the time or the qualifications. Others also start because they want to find a welcoming community where they can expand their knowledge. Tiffany Ishiguro, of the blog I Am Style-ish, says " I've never really known a lot of people who related to me fashion-wise. Blogging has given me a community of like-minded fashion lovers."

Why Are They So Popular?

Part of the reason that bloggers have snapped up so many followers is because bloggers are regular people too and they understand the daily frustration of picking out an outfit, something multimillionaire designers might not. Ashley Simko, a graphic designer in NYC and a part-time blogger says, "They (style bloggers) help the average person understand how high fashion is applicable to them." Bloggers are easy to relate to, as they also go to work and run errands, just like the average woman. Girls and women alike look to these blogs

for fashion inspiration that they can access instantly, rather than waiting for the monthly circulation of fashion magazines. That's another reason why fashion bloggers are so popular; they can update their sites and social media in seconds. But a monthly magazine would have to wait and could at most, post on their general social medias. These days, readers want the news as soon as it happens, and style bloggers can deliver that.

Top fashion publicist Alison Broad says, "...a devoted fanbase hanging on a blogger's every recommendation 'can get as many hits as a feature in InStyle magazine'"

Blogs have recently come to the public's attention, and it is inspiring other aspiring fashionistas to start their own website. At a Conde Nast workshop, which is the publishing house of major magazine Vogue, they strongly suggested that you start your own fashion blog to get your work out and show your personality and style to future employees. Additionally, a 2013 survey by OFCOM, the office of communications in the UK, found a 100% increase in blogs created. They say, "People seem to be attracted to the idea of having their own corner of the internet to write about whatever they want, giving them a platform to voice their opinions and interests."

How is the Fashion Industry Affected?

If you looked at the front row of a major fashion label's runway show during New York Fashion Week five years ago, you would see a bevy of magazine editors, movie stars, and top models. At this year's NYFW in February, 2015, there was a strange sight to behold. Sitting beside Anna Wintour, editor-in-chief of Vogue at the Marc Jacobs show was top blogger Bryanboy, of his self-named blog. This year, it was not an uncommon sight to see bloggers such as Chiara Ferragni of The Blonde Salad, Bryan Grey Yambao of Bryanboy, and Susanna Lau of Style Bubble, sitting next to the industry's top professionals front row. According to Forbes magazine, "High-profile style bloggers are enjoying a new-found fame these days that's particularly timely considering the volatile stock market and tepid economic recovery." Major companies have caught on to the blogger trend and are sending them to major shows and therefore bloggers are finding their time in the spotlight.

Bloggers Chiara Ferragni, Aimee Song, and Bryanboy sitting next to model Sofia Richie and DJ Harley-Viera Newton front row at NYFW at the Tommy Hilfiger show.

Beyond the Blog

When bloggers first started, they were most likely blogging when they found the time and using the resources that they had, such as their own clothes and most likely, an iPhone camera. Now that bloggers have become so popular, big brands are reaching out to them in the form of being a sponsor or sending them their products. As I mentioned before, many girls look up to these bloggers and use them as inspiration. Companies such as Pacsun or Topshop have sent smaller bloggers some of their clothes to use in a blog post. If the blogger can successfully style these pieces, then their readers may want to invest in the brand also, therefore bringing business in for the company, who will nevertheless pay the blogger a large sum. For major bloggers such as Chiara Ferragni of The Blonde Salad, who has 3.8 million followers, major high-fashion labels such as Chloe and Louis Vuitton have sent them their products and even sent them to their runway shows around the world for no cost. Some could say that they are the 21st century marketing tool! In fact, blogger Danielle Bernstein of We Wore What, and many others can get paid up to \$15,000 for a single Instagram post in which they feature a company's product! Another recurring trend is bloggers getting their own clothing or accessory line. For example, Aimee Song of Song of Style, has a clothing line called Two Songs with her sister. If it wasn't already obvious that bloggers have become top figures in the fashion industry, Chiara Ferragni was the first blogger to attend the Met Gala last month and the CFDAs this Monday.

Here to Stay

With their impressive following on their blogs and social medias, it is a no-brainer that these style influencers will continue to climb the ranks of the fashion industry. They have taken the world by storm and they don't intend on leaving.

Golden Days of B. E. College

Dilip Bhowmick (Architecture 1965)

বি. ই. কলেজের সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি

দিলীপ ভৌঁমিক ক্লাৰ্কস্ভিল, মেরীল্যান্ড, ইউ এস্ এ

ছা আবস্থায় বি ই কলেজে থাকার যে এক মধুর ও অনবদ্য অনুভূতি ছিল সেটা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কষ্টকর। অধুনা বি ই কলেজের নামের পরিবর্তন হয়ে নতুন নাম হয়েছে "আই আই ই এস্টি" (IIEST). কিন্তু আমাদের অন্তরে 'বি ই কলেজ' নামটি সদা বিদ্যমান। সেই দিনগুলির কথা ভাবলে মনে হয় সেই মজার মুহূর্তগুলি কি আবার আসবে? একই সঙ্গে ভাবছি আবার আমাদের সেই কঠিন দিনগুলির কথা। কঠিন দিনগুলি মানে আমাদের পড়াশুনার দিনগুলি। ঐ দিনগুলি ছিল আরো কঠোর। মধুর ও কঠোর এই দুই জীবন যাত্রা পাশাপাশি না থাকলেত জীবনে এগিয়ে যাবার পথে কোন ভারসাম্য থাকবে না। বি ই কলেজে প্রথম বছর সবারই একটু ঘরমুখো মন থাকে। মেয়েদের এ ব্যাপারে একটু বেশী দেখা যায়। ছেলেদের হয়তো কিছুটা কম। তবে থার্ড ইয়ারের কোন কোন ছেলে এবং মেয়েকেও দেখেছি যে কোন লম্বা ছুটির আগে যত তাড়তাড়ি পারে তারা ঘরমুখো হতো। এরা দূরপাল্লার ছেলে মেয়ে ছিল।

যাক সে কথা। এ সব আলোচনার কোন শেষ নেই। ছাত্রাবস্থায় আমাদের কঠোর পড়াশুনার কথা বাদ দিলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দিনগুলি অত্যন্ত মনোময় ছিল। কলেজে থাকাকালীন আমাদের অনেক মজার ঘটনার সমুখীন হতে হয়েছিল। সে সব এক সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়তো সন্ডব নয়। আমাদের ক্লাসের এক ছাত্রের কথাই বলা যাক। ক্লাসে যে সে সব সময় উপস্থিত থাকতো সেটা বলা খুবই কন্টকর। সে কীভাবে তার উপস্থিতি বজায় রাখতো সেটাও কঠিন ব্যাপার। যাক সে কথা। একটা কথা বলে রাখা ঠিক হবে বলেই লিখছি। আমাদের কলেজে যখন পরীক্ষা শুরু হতো তখন নিস্তন্ধতা কাকে বলে সেটা উপলন্ধি করতে পারতাম। চারিদিক তখন নিস্তন্ধ। কেবল চলস্ত ফ্যানের শব্দ ছাড়া অন্য কিছুই শুনতে পেতাম না। তখন কলেজের কেমিন্টির অধ্যাপক ছিলেন ডঃ বরদা চট্টোপাধ্যায়। আমাদের কাছে তাঁকে খুব রাশভারী মানুষ বলে মনে হতো। পরীক্ষার শুরুতে প্রত্যেকটা হলের করিডোর দিয়ে যেতে যেতে তিনি সবাইকে উচ্চকণ্ঠে বলতেন যেন কেন্ট বাইরের হল ঘরে গিয়ে ফিস ফিস করে পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা না করে।

একবার এক পরীক্ষার সময় ওপরে উল্লেখ করা আমাদের সেই সহপাঠির কথাই লিখছি। কোন একটা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। চারদিক নিস্তন্ধ। হঠাৎ দেখি আমার সেই সহপাঠী টেবিলের নীচ দিয়ে লুকিয়ে এসে সোজা আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমিত একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে গেলাম। তাকে সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে বললাম "তুমি চলে যাও এখান থেকে"। সে বললো "আমি একটা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য এসেছি"। আমিত অবাক। ও আবার বলে কী ?

এই মুহূর্তে ধরা পড়লে আমাদের দুজনকেই হল্ থেকে বার করে দেবে। আমার একদম কাছে এসে সে তার বাঁ হাতের আঙ্গুলঞ্জলো ডান হাত দিয়ে ফোটাতে ফোটাতে অত্যস্ত বিনয়ের সুরে বললো "তুমি পাঁচ নম্বর উত্তরটা কীভাবে লিখেছো আমাকে একটু দেখাবে?" আমি তখন উপায়হীন হয়ে বাঁহাতের কনুই দিয়ে ওকে একটা জোর গুঁতো মারলাম। সেদিন আমাদের "অ্যাকুয়াশ্টিকের" (সাউও সিস্টেম) পরীক্ষা ছিল। সে আমাকে ঠেলে দিয়ে আমার খাতাটা নিয়ে পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা ভালো করে প্রথম কয়েক লাইন পড়ে বললো " তোমার লেখার শ্টোহিঁং একেবারেই ঠিক হয়নি। আরো একটু গুছিয়ে লেখাটা শুরু করলে ভালো হতো"। আমি তখন হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছি না। পরীক্ষার হলে বসে লেখার দোষ গুণ বিচার করার ব্যাপারটা আমি তখন নিতে পারছি না। আমি তখন বাঁহাতের কনুই দিয়ে আবার খুব জেরে একটা গুঁতো মারলাম। অনতিবিলম্বেই ডঃ বরদা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"কে ওখানে"-- বলে তিনি দূর থেকে এগিয়ে আসছেন দেখলাম। আমি তখন প্রমাদ গুণলাম। ইত্যবসরে আমার সেই সহপাঠী এক মুহুর্তে টেবিলের তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় যে সে গেল ওই মুহূর্তে আমি কিছুই বুঝতেই পারলাম না। তিনি কাছে এসে কাউকে না দেখতে পেয়ে চলে গেলেন। ওই পরিস্থিতিটা ভাবতে গিয়ে আমার তখন খুব খারাপ লাগছিল। হাতে তখন আর সময় নেই। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট আছে। এর মধ্যে দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি ই কলেজে হস্টেল গুলোৱ নাম এক একজন অবসর প্রাপ্ত প্রিসিপালের নামে করা হতো। এ কথা বাইরের পাঠক ও পাঠিকারা না ও জানতে পারেন তাই লিখলাম।। আমরা স্থাপত্যের কিছু কিছু ছাত্ররা "য়্যাটারহল" নামে একটা হস্টেলে প্রথমে ছিলাম। প্রত্যেক হস্টেলে তখন এক জন করে "অবধায়ক" অর্থাৎ চলতি ভাষায় যাকে বলে তত্ত্বাবধায়ক থাকতো। তার পদ মর্যাদা কিছুটা পিওনের ওপরে ছিল। তার কাজই ছিল ছাত্রদের দেখাশোনার দায়িত্ব। সে উড়িষ্যার লোক ছিল। আমরা যখন ছিলাম তার বয়স তখন আমাদের বাবা কাকাদের মত ছিল তার নাম ধরে ডাকতে আমাদের তখন সস্কোচ হতো। অনেকে এদের "ব্যারাক সার্ভেন্ট" বলে উল্লেখ করতো। এই মানুষটির কথা এখানে উল্লেখ করার প্রধান কারণ হলো ছাত্রদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও সেই সঙ্গে ভালবাসা। কেউ কোনদিন হস্টেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল অসাধারণ। সবার প্রতি তার ভালবাসা ছিল সত্যি অতুলনীয়। তান্য দিকে পরীক্ষার আগে কেউ সন্ধোবেলা কোথাও বসে আডডা মারলে সবাইকে বকে শেষ করে দিত। বলতো----"লিখাপড়া নাই, বসে বসে আডডা মারলে চলবে ? পরীক্ষায়ত লাডডু পাবে" এ হেন আদেশ কি কেউ লঙ্খন করতে পারে? আমিত পারিনি। হোক না তার পদমর্যাদা কম। তাতে কী আসে যায়। আমাদেরত ডালবাসতো। এর চেয়ে বেশী কে আশা করতে পারে। ওর ধারণা ছিল বেশী রাত জেগে পড়ান্ডনা করলে নাকি পরের দিন পরীক্ষায় ভালো করতে পারে না। ওর তিরস্কারের মধ্যে কেন জানি না মনে হতো একটা ভালবাসার টান ছিল। তখন সদ্য নিজের বাড়ি থেকে এসেছি। প্রথম দিকত পিছুটান ছিল খুব বেশী। কখন শনিবার আসবে আর মধ্যান্ন ডোজনটা সেরেই সেকেন্ডে গেটে থেকে ৫ নেং বাস ধরবো। তারপর সোজা বাড়ির দিকে লম্বা দেওয়া। সে এক অনবদ্য আনন্দ। রবিবারের সন্ধ্যবেলোটা ছিল দুর্বিষ, কারণ কলেজে ফিরত হবে। এই অনুভুতিটাধীরে ধীরে শেধের দিকে কমে গিয়েছিল। অবশ্য ই কমে যাবার কথা। তার প্রধান কারণ পড়ার চাপ। এ ব্যাপারটাতে ফাঁকি দিলে সমূহ বিপদ। ভবিয্যতে পেশাদারী জীবন যাত্রার পথে অন্তরায় হবে। তে এর ব্রুকি নি নেত চায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাইরের পাঠক পাঠিকাদের একটা কথা বলে রাখা খুব প্রয়োজন মনে করি। আমাদের কলেজে তখন একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনো সেই প্রথাটা চলছে কিনা জানি না। প্রথাটা আর কিছু নয়। পড়াশুনায় ফাঁকি দিলে কলেজ থেকে "সি. এন্. আর" এর (Can Not Repeat) চিঠি পাবার আশঙ্কা থাকতো। অর্থাৎ কলেজ ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ আসতো। এটা অত্যস্ত ভয়াবহ ছিল। কলেজে থাকাকালীন আমরা বেশ কয়েকজন ছাত্রকে কলেজ ছেড়ে যেতে দেখেছি। তাদের মুখ্য দোষ ছিল পড়াশুনায় ফাঁকি দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সময়মত রিপোর্ট জমা না দেওয়া। আমাদের ক্লাসেরই একজন ছিল। তাকে শেষ পর্যস্ত কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ম্যাজিক শেখার ব্যাপারে তার ছিল অদম্য উৎসাহ। দৈনন্দিন সকালের ক্লাসের সময় সে সব ছেড়ে দিয়ে হাওড়ায় কোথায় যে একটা জায়গায় ম্যাজিক শেখাতো সেখানে চলে যেত।

একটা কথা উল্লেখ করতে গিয়েও লেখার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। কথাটা অতি অবশ্যই বাইরের পাঠক পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করেই লিখছি। বি ই কলেজে প্রথম বছর ঢোকার সময় "র্যাগিং বলে একটা প্রথার চালু ছিল। কথাটা একেবারে ব্রিটিশ কথা। অন্যান্য ইংরেজীভাষী দেশে কথাটা "প্র্যাংকিং" হিসেবে ব্যাবহার হয়। অবশ্য ব্রিটিশদের মধ্যে এটা সমধিক চালু ছিল বলে এই কথাটা শেষে ভারতে ঢুকেছিল।

নবাগত ও নবাগতা ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা কলেজে প্রবেশ করার সময় তাদের নানা অছিলায় "উত্তাক্ত" করতো। এই উত্তাক্ত করার মাত্রা অনেক সময় ছাড়িয়ে যেত, যার ফলে ঐ পরিবেশটা দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। মেয়েদের হস্টেলটা ফ্র্যাটার হলের কাছেই ছিল। নবাগতা ছাত্রীদের তাদের হস্টেলেই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রীরা অনুরাপ ব্যবহার করতো। র্য্যাগিং কথাটা "স্বাগতম" কথার বিপরীত। এই পরিস্থিতিটা তখন সবাইকে মেনে নিতে হতো। তারপরই হতো অত্যন্ত মনোজ্ঞ স্বাগতম।

এবার আমাদের হস্টেলের গম্প করা যাক। হস্টেলের গম্পের শুরু বা শেষ নেই। কোথা থেকে যে শুরু করবো সেটাই ভাবছি। প্রত্যেক হস্টেলেই রান্না করার ঠাকুর চাকর ছিল। তাদের কাজই ছিল আমাদের জন্য খাবার রান্না করা। হস্টেলে যে ছেলেরা থাকতো তাদের একজনকে মাসে একবার "মেস্ ডিউটি "দিতে হতো। এই মেস্ ডিউটির ব্যাপারটা আমি বাইরের পাঠক পাঠিকাদের জানাবার জন্য লিখছি। বলতে গেলে প্রায় সবাইকেই এই ডিউটি দিতে হতো। মেস্ ডিউটির দায়িত্ব পড়লে সেই ছাত্রকে সেই দিনের সমস্ত হিসাব ঠিক রাখতে হতো। এই দায়িত্ব পড়লে সব কাজের মধ্যে একটা বিশেষ অনিচ্ছাকৃত কাজ অস্ততঃ করতে হতো। আমি সেটা মনের অনীহা সত্তেও করেছি। আমাদের কলেজের অদূরে বোটানিকেল গার্ডেনের পশ্চিম দিক থেকে আকবর নামে একটা লোক একদল ছাগল চড়িয়ে রান্নাঘরের কাছে এসে দাঁড়াতো। তার কাজই ছিল হস্টেল গুলোতে মাংস সরবরাহ করা। সে রান্না ঘরের কাছে সেই দিনের মেস্ ডিউটির ছাত্রকে ডেকে বাঙাল ভাষায় বলতো---"আইজ অনেক ভালো পাঠা আনছি। কোনটা কাটুম কন"।---বলেই সে একটা ঘাস খাওয়ারত তাগড়াই পাঠার গলার দড়ি ধরে জোরে টেনে আমার সামনে এনে বলতো-- "এইটা খাইবেন ? যদি কন্তো এখনি কাটুম"। এই প্রশ্নটা আমার কাছে খুব অসম্ভিকর মনে হতো। এমন পরিস্থিতিতে জীবনে কখনো আগে পড়িনি। আমি তখন দূরে চলে গিয়ে বলতাম ---"তোমার যেটা পছন্দ সেটাকেই তুমি কাটবে, আমাকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই"। এই কথাটা বলতে আমার খুবই খারাপ লাগতো। কারণ বলতে বাধ্য ছিলাম, নইলে হস্টেলে রাঁধবে কী ? হস্টেলে ঠাকুররা নানা ধরণের বেশ ভালোই রান্না করতো। বিশেষ করে ওরা নিরামিষ রান্না খুবই ভালো করতো। যারা নির্রামিষ খেত তাদের সেই রান্নার ফর্দটাকে বলতো "টোটাল"। এই শব্দটার ব্যুৎপত্তি আমি আজো জানতে পার্রিনি। যাক সে কথা। আমরা ম্র্যাটার হলে থাকতাম, কিন্তু থেতাম গিয়ে ডাউনিং হলে। স্ব হস্টলের বাবুর্চিরা প্রায় বেশীরভাগই উড়িয়ার লোক ছিল। আমার একজনকে এখনো মনে আছে। তার নাম ছিল 'শিশু'। সে মাছ কেটে ঠাকুরদের রান্না করতে দিত। সে মাছ কাটার ব্যাপারে সিদ্ধহস্থ ছিল। হস্টেলে কোনদিন মাছের সরবরাহ কম এলে সে মাছের টুকরোগুলোকে এমন সরু করে কাটতো যে সে সব ছাত্রদের পুসিয়ে দিতে পারতো। ওর কথা সুরণ করে মাছ কাটার একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিছি। সরু করে কাটা নাছ যদি ভাজা যায় সেটা আনতিবিলম্বে বেঁকে গিয়ে একটা 'কন্কেভ' চেহারায় পরিণত হয়, অর্থাৎ অনেকটা গোল বাটির মত হয়। গরম তেলে সরু করে কাটা মাছ কড়াইতে ছাডলেই সেটা বেঁকে যাবে। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সেই ভাজা মাছটা যদি কোন ছাত্রকে পরিবেশন করা হয়, তখন সেটা তার কাছে খুবই সরু মনে হবে। আমরা তখন সেই মাছের টুকরোটা পাল্টে দিতে শিশুকে বলতাম। সে তখন কালক্ষয় না করে মাছের ভাজটো নিয়ে দূরে গিয়ে দরজার আড়ালে ভাজটো উন্টে দিয়ে আমাদের কছে নিয়ে আসতো। উন্টে আনার জন্য ভাজার পিঠটা তখন গোল ও মোটা দেখাতো। আমরা সাময়িক খুশী হয়ে ওকে আর উন্ড্যন্ড করতাম না। ধারালো বটি দিয়ে কত সরু ও দ্রুত মাছ কাটা যায় সেটা শিশুকে এ কাজে কর্ম্বরত অবস্থায় না দেখলে বোঝা যাবে না। সে এই ব্যাপারে অসাধারণ ছিল।

হস্টেলে খাবারের কথাই যখন উঠলো, তাহলে আমাদের বাৎসরিক 'ভোজ পর্বের'কথা কিছুটা উদ্লেখ করা যাক। আমাদের এই ভোজপর্বটা ছিল অসাধারণ। কম বয়সে ঐ ভোজপর্বটা তখন সবাইকে খুব আকর্ষণ করতো। কারণ ঐ পর্বের খাওয়াটাই ছিল অনবদা। তখন কোথাও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার থাকলে আমরা তখন ভীষণভাবেই তার অপেক্ষায় থাকতাম। মাছ মাংস ও সাধারণ তরিতরকারি ছাড়াও ঐ পর্বে থাকতো অতিকায় গল্দা চিংড়ির ভাপে তৈরী অতি সুস্বাদু একটি খাবার। আমাদের থাকাকালীন ডাউনিং হস্টেল থেকেই মেয়েদের হস্টেলে প্রাত্যহিক খাবার যেত। ভোজপর্বের দিনও তাই হতো। এই ভোজপর্বের দিন আমাদের হস্টেলের একটি ছেলে মেয়েদের হস্টে লে খাবার যাবার আগে সে রামাঘরে গিয়ে সব খাবার পরীক্ষা করে আমাদের কাছে এসে অনুযোগ করে বলতো--'সব বড় বড় গল্দা চিংড়িগুলো কিন্তু ঐ মেয়েদের হস্টেলে যাচ্ছে। আমাদের ভাগ্যে কিন্তু খুবই ছোট ছোট চিংড়ি পড়ে আছে দেখলাম '। আমরা তখন তাকে খেপিয়ে বলতাম---'তোর এতে এত ঈর্ষা কেনরে' ?

মুহূর্তে সে ফোঁস্ করে উঠে বলতো--- 'আমিত ঈর্ধা করছি না, ওরাত ঐ বড় বড় চিংড়িগুলো হ্যান্ডল্ করতে পারবে না, অর্ধেক খেয়েই ফেলে দেবে'। ওর যুক্তি গুনে আমরা তখন খুব হাসতাম।

ছুটির পর যখন আমরা উঁচু ক্লাসে যাবার জন্য কলেজে ফিরতাম, তখন আমাদের নতুন হস্টেলে যেতে হতো। বি ই কলেজে সেই সময় সাধারণ হস্টেল ছাড়াও 'ব্যারাক' নামে হস্টেলের মত থাকার কতকগুলো জায়গা ছিল। সেখানে সবাই জটলা করে থাকতো। আমাদের অবশ্য কোনদিন ব্যারাকে থাকতে হয়নি। আমার যতদূর মনে পড়ছে থার্ড ইয়ারে আমরা 'রিচার্ড্সন হলে' ছিলাম। ঐ হস্টেলে প্রত্যেকের ঘরই প্রাইভেট অর্থাৎ আলাদা ছিল। ফার্স্ট ও সেকেন্ড ইয়ার একটু ভীতিকর ছিল। থার্ড ইয়ার থেকে আর অন্য কোন চিন্তা করতাম না। কলেজে পড়ান্তনার গতিটা তখন প্রায় সবাই বুঝে গেছে।

থার্ড ইয়ারে আমি বাড়ি থেকে আমার খ্রী স্পিড বাইকটা (সাইকেল) হস্টেলে নিয়ে এসেছিলাম। তখনকার সময় এই বাইকটা অত্যাধুনিক ছিল। আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পথে দেশে নিয়ে এসেছিলেন। আমাকে তিনি সেটা পরে দিয়েছিলেন। এই বাইকে আবার অত্যুজ্জ্বল ডায়নামো বাতি ছিল, এবং সেই সঙ্গে কেব্ল্ ব্রেক। এই বাইকটা আনার পর আমি প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলাই কলেজ থেকে বেরিয়ে টো টো কম্পানীর ম্যানেজার হয়ে যেতাম। কোথায় যে ঘুরতাম আমার এখন আর মনেই নেই। এই সাইকেলের গল্পটা উত্থাপন করায় আমার একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো। আমার এক দিদি আর জামাইবাবু তখন হাওড়ার স্ট্রান্ড রোডে থাকতেন। আমার জামাইবাবু সে সময় হাওড়ায় ডিপুটি ইন্সপেন্টার জেনারেল অব পুলিশ (ডি আই জি) ছিলেন। আমার এই পুলিশ জামাইবাবু সব সময় প্রায পুলিশী মেজাজে থাকতেন। খুব রাশভারী লোক ছিলেন। যাকসে কথা। আমার এই দিদি মাঝে মাঝে শিবপুর থানার ও সি কে দিয়ে কনেস্টবল পাঠিয়ে আমাকে তার বাড়িতে সন্ধ্যবেলা খেতে ডাকতো। পুলিশের গাড়িতে তখন আমাকে নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হতো। খাবার পর আমাক শেষে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

একবার এই জামাইবাবু হাওড়ার পাঁচলা থানায় একটা বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে অতি তাজা খুব বড কই মাছ পেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। দিদি সঙ্গে সঙ্গে শিবপুর থানার ও সি কে ফোন করে বললো যে আমাকে যেন তিনি সন্ধ্যেবেলা হস্টেল থেকে তুলে দিদির বাড়ি দিয়ে যান। থানার ও সি সন্ধ্যেবেলা আমাদের হস্টেলে জীপগাড়িতে দুজন কনেস্টবল দিয়ে আমাকে ডাকতে পাঠালেন। ঘটনাচক্রে এই দুই কনেস্টবল সেদিন আবার বিহারী ছিল। আমাকে চিনতো না। সে দিন সন্ধ্যেবেলা আমি তখন বাইকটা নিয়ে টো টো কস্পানীর ম্যানেজারের কাজ করছি। মানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হস্টেলে আমি নেই। দুই কনেস্টবল আমাদের হস্টেল রিচার্ডসন্ হলে এসে হাজির। ওরা এসেই সামনে যাকে পেল তাকে হিন্দীিতে জিজ্ঞেস করলো এখানে 'দিলীপ' কার নাম। ঠিক ঐ মুহুর্তে দিলীপ চ্যাটার্জি বলে এক জন সিনিয়র ছাত্র সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় উঠতে যাচ্ছিল। নিজের নাম শুনে কাছে এসে বললো-- 'মেরা নাম দিলীপ হ্যায়'। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কনেস্টবল দুজন দিলীপ চ্যাটার্জির কাছে এসে বললো-- 'চলিয়ে থানা মে, হুকুম হ্যায়'। দিলীপ তখন থতমত থেয়ে ভাঙা হিন্দীিতে বললো--- 'মেরা ক্যায়া কসুর হ্যায় ? ওরা দুজন সঙ্গে সঙ্গে বললো--- 'ও সব হাম লোগকা কুছ মালুম নেহি হ্যায়, থানামে যাকর ওসি সাবকো পুছিয়ে'।

দিলীপ চ্যাটার্জি তখন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ইত্যবসরে, দিলীপ বিশ্বাস বলে আরেকজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল। চেঁচামেচি শুনে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো---'ব্যাপার কী'?

ঘটনা শুনে সে বললো----'আমার নাম দিলীপ'। ব্যাস, এই কথা বলার পর মুহূর্তে কনেস্টবল দুটো দিলীপ বিশ্বাসকে বললো----'আপ গাড়িমে উঠিয়ে, থানামে যানা পঢ়ে গা'। একটা কথা বলে রাখা দরকার এখানে যে ঐ সময় আমাদের হস্টেলে আমি ছাড়া আরো তিনজন দিলীপ ছিল। ঘটবিত ঘট ঠিক ঐ সময় দিলীপ রায় নামে তৃতীয় দিলীপ তখন হস্টেলে ঢুকছিল। তাকেও শেষ পর্যন্ত এই অবস্থার সমুখীন হতে হয়েছিল। তিন দিলীপ তখন ঐ দুই কনেস্টবলের আওতায় অন্তরীণ। তার কিছুক্ষণ পরই আমি আমার বাইক নিয়ে রিচার্ডসন হস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে পুলিশের গাড়ি আর অন্যান্যদের চেঁচামেচি শুনে কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলাম। ঐ অবস্থাটা বুঝতে আমার বেশী সময় লাগেনি। অন্য সময় যখন বাঙালি কনেস্টবল দুটো আসতো তারা আমার পুরো নামটাই জানতো। এখন মনে মনে ভাবি তখন যদি এখনকারমত মোবাইল ফোন পকেটে থাকতো তাহলে আমি অচিরে শিবপুর থানার ও সি'কে জিন্ডেস করতে পারতাম। সেটা সে দিন সন্তব হয়নি। মোবাইল ফোনের তখনো জন্ম হয়নি। আমি সেই সন্ধ্যায় হস্টেলে ঢুকে বাইকটা নিজের ঘরে রেখে কনেস্টবলে দুটোর কাছে এসে বললাম----'থানামে চলো', আর কিছু না বলেই আমি জীপগাড়িটাতে উঠে পড়লাম। আমি তখন ঐ দুই কনেস্টবলের বোকামিটা বুঝতে পেরেছিলাম। সেই রাতে অন্যান্য সুস্বাদু খাবার ছাড়াও দিদির বাড়িতে উঠে পড়লাম। আমি তখন এ দুই কনেস্টবলের বোকামিটা বুঝতে পেরেছিলামন সের জানো চলো', আর কিছু না বলেই আমি জীপগাড়িটাতে উঠে পড়লাম। আমি তখন এ দুই কনেস্টবলের বোকামিটা বুঝতে পেরেছিলামন সেই রাতে অন্যান্য সুস্বাদু খাবার ছাড়াও দিদির বাড়িতে কই মাছের ঝোলটা আসাধারণ হয়েছিল।

কলকাতায় আমার বাড়ী ছিল টালিগঞ্জের ধাঁশদ্রোণী পাড়ায়। থার্ড ইয়ারে আমার বাইকটা হস্টেলে নিয়ে যাওয়ায় আমি সপ্তাহান্তে বাইকে চেপেই গঙ্গা নদী নৌকায় পার হয়ে বাড়ী আসতাম। দূরত্ব কম ছিল না। এখন ঔ কথা ভাবলে অবাক লাগে। আগেই বলেছি প্রত্যেক হস্টেলে 'ব্যারাক সারভেন্ট' অর্থাৎ সম্মানজনক ভাষায় যাকে বলে তত্ত্বাবধায়ক বলে একজন থাকতো। আমাদের সময় রিচার্ডসন হস্টেলে যে ছিল তার নাম ছিল 'বাউরী'। সে ও উড়িষ্যা প্রদেশেের লোক ছিল। তার কথা উল্লেখ করার কারণ হলো সে অত্যন্ত রসিক লোক ছিল। সব কথাই সে একটু রসিকতার সুর টেনে বলতো। সব হস্টেলেই পিওনরা এদের কাছে ছাত্রদের আগত চিঠিগুলো দিয়ে যেত। কোন ছাত্র একটু দেরী করে হস্টেলে এলে সোজা বাউরীর কাছে গিয়ে জিঞ্জেস করতো তার কোন চিঠি আছে কিনা।

বাউরী উত্তর দিত---'চিঠিত অনেক এসেছিল, সব ফুরিয়ে গেছে'। চিঠির ব্যাপারে অনেকে আবার তাদের বান্ধবীর চিঠির প্রত্যাশায় থাকতো। বাউরী এই ব্যাপারে মাঝে মাঝে একজন মনস্তত্ত্ববিদের কাজ করতো। সে বুঝতো কার এ জাতীয় চিঠি আসে। আকারে ইঙ্গতি বলতো--'প্রাণ ঢেলে চিঠি না লিখলে কি আর প্রাণ ভরা চিঠি আসবে'?---ইত্যাদি, ইত্যাদি।

*

সমাপ্ত

The Journey of a River

Rupsa Jana Daughter of Niloy Jana(CST '94) and Soumi Jana

My very waters cascade rapidly from the icy peaks Of the towering glacier standing tall The birth of a natural "roller coaster" That never stops at all

I am an acquainted traveler As I flow, rough and leafy tree-branches shake my ripples As they bend down to greet me warmly I pass through those limp, green vines Who dance gracefully on my body Bringing me great joy But, of course... Nature's greatest foe, pollution! I toss around and quiver as I am truly distraught When the humongous heaps of grimy filth catch my sight Oh! How I miss the perfect harmony between my good, old friends Back in the wilderness

I consider myself as a provider Creatures run wildly to drink from me My fresh water pours into tanks, pots, and jars And the irrigation for crops and plants To quench the thirst of all living things I am the founding base of civilizations My banks and body an abundant source of food I efficiently transport goods for trade I am a habitat for animals, big and small I give them protection from any harm Oh! How proud I feel when I see them smile As I enrich the fresh soil Enjoying their new home I am experienced with this task Over thousands of years, I've worked without a moment's hesitation I know that as long as I give, all creatures will live A fruitful, prosperous life

I am a strong leader Invincible is my name Not fortune or fame Yet I look for peace, and justice I am a spirit that guides others To flow gently, yet stay tough I am a savior in those scorching hot deserts When the chances of survival get rough

I must have been sitting for an hour Wondering who I was in my beautiful dreams I see through the eyes of a river Thousands of lives held together by my streams



একটি দুরবীন এর গঞ্জো

Jayanta Kumar Das

(EE '94)

\$

অফিন থেকে বেরোতে বেরোতে ভুটো বেচ্ছে গেলো। আজ যদিও অফবার তবু সনর আরো আগে বেরোবার গ্ল্যান করেছিল , কারন আজ বুবজারতীতে ফুটবল ন্যাচ দেখতে যাবে। আগে তো প্রায় সব ন্যাচই দেখত এখন কাজের চাপে কোনোদিন ই আর রাত ৯ টার আগে বেরোনো হয় না। আজ ও শেষ নুহুর্তে প্রায় আট কে যাচ্ছিলো। প্রায় গা টিপে টিপে কেটে গড়েছে। সমর আরেক বার ব্যাপে হাত দিয়ে দুরবীন টা দেখে নিলো।

এটা সনর এর বড় শধের জিনিস। ভাইশো আনেরিকা থেকে এনে দিয়েছে। ধুব বত্নে বত্নে রাবে। নাঝে নাঝে সনয় গেলে গরিকার কাশড় দিয়ে নোছে। বত্ন নেবার জন্যই কিনা কে জানে জিনিস টা এখনো নতুন এর নতন চক চক করে। নাঝে নাঝে ছাদে উঠে দূর এর দিকে তাক করে দেখার চেটা করেছে , ননে হয় যেন দূর এর জিনিস একদন হাত-এর সাননে এসে গেছে। চোখে বস্তর টা নাগিয়ে ছ একবার হাত বাড়িয়ে Viccoria টাও ধরার চেটা করেছে। আবার গরক্ষণে- ই গরনের জানা এ দুরবীন টা কে মুছতে লেগে গেছে।

কিন্তু এর আগে কোনোনার-ই দূরবীন টাকে বাড়ী র বাইরে বের করেনি। আজ ও করত না। কিন্তু কাল রাত্রে ননে হল যে বিদেশী টিন টার সাথে খেলা তাদের এত বার TV তে দেখেছে , কাগজে ছবি দেখেছে তাদের এত কাছ থেকে দেখার এ-ই সুযোগ আর গাবে কিনা কে জানে? দূরবীন টা নিন্তে গেলে Player দের একাবারে নাকের চগায় দেখা যাবে। যেনন ভাবা তেনন কাজ। আজ সকালে সবার চোখের আড়ালে টুক করে দূরবীন টা অফিস এর ব্যাগে চালান করে দিয়েছে। কি জানি বউ যদি আবার দেখলে বারণ করে।

বুৰন্ধাৱতীয় সামনে ৰখন শৌহোলো তখন বিরাট লাইন শশ্ৰে গেছে। এক হাতে টিকিট আৰ অন্য হাত টা দিয়ে ব্যাগ টাকে জালো কোন্দ্রে আঁকড়ে ধন্রে সমর লাইনে দাঁড়িয়ে গড়লো।

ঠিক এক হণ্টা লাইন এ দাঁড়াৰার গর যখন GALLERY তে গৌছোলো তখণ খেলা তব্ধ হব হব করছে। সমর তাড়া তাড়ি দুরবীন টাকে সেট কন্ত্রে চোখে লাগাতে না লাগাতেই খেলা তব্ধ হয়ে গেলো।

(2)

First haif এর খেলা শেষ হল যখন তখন সূর্য প্রায় আক্ষাচলে। খেলোব্লাড় রা dressing room এর দিকে গা বাড়াতে-ই সমর এক Cup কফি কিনে আরাম করে গ্যালারির সিট এ বসলো। ঠিক এই সময় কাঁথে একটা যাক্ষা টোকা অনুভব করলো। নাথা যোরাতেই নখ্য গক্ষাশের জন্তলোক কে চোখে গড়ল। ---"একবার আগনার দুরবীন টা দেখতে গারি ?" "আসলে আনার ও খুব দুরবীন এর শখ, আছে ও এক্ টা, আনা হয় নি" - লোকটি বলে-ই চলেছে।। সমর কি ভেবে দুরবীন সহ হাত টা গিছন দিকে বাড়িয়ে দিল। এই সময় হঠাৎ গাড়ার বিনয় বাবু র সাথে দেখা হয়ে গেল। ন্ডদ্রলোক কে সমর এড়িয়ে চলার চেটা করে। কারন আর কিছু না ন্ডদ্রলোক কথায় কথায় খালি দিন্নি বম্বে র উদাহরণ দেন। এখন যেনন দেখা হতে-ই বলে উঠলেন " এ মশাই আগনার কলকাতা তেই সমন্ড। তক্রবার কান্সে র দিন লোকন্সন কান্স ফেলে খেলা দেখতে এসেছে । তাও যদি জিততে গারতো। হতো দিন্নি বা বন্বে 10 জনও হতো কিনা সন্দেহ।"

সমর এর গাঁ জ্বলে গেল। প্রায় বলতে যাচ্ছিলো " তা আগনার মতন এতো ব্যান্ড লোক আবার নিজের অমুল্য সময় নষ্ট করে এলেন কেনাং" ভদ্রলোক বেন মনের কথা গরে ফেল্লেন। "আরে মগাই আনার কথা ছাডুন bachelor লোক সময় ই সময়।"

নুখের মতন একটা জবাব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দুরবীন টার কথা মনে পড়লো। নাথা ঘোরাতে ই শিরদাঁড়া দিয়ে এক টা ঠাণ্ডা শ্রেত বয়ে গেল। সেই ডদ্রলোক উধাও সাথে উধাও সমর-এর সাথের দুরবীন।

(2)

খেলা যখন শেষ হল সমন্ত এন্ত শন্ত্ৰীৰে তখন একটু ও শক্তি নেই। অনেক খুঁচ্ছেও ডদ্ৰলোক কে আন পাওয়া গেল না। পৌঁদেৱ ওপন্ত বিষফোঁড়া। বিনয় ৰাবু সাৱা টা বাজা বোমাতে বোমাতে এলেন দিমি বা বমে তে এৱকম ঘটনা কেনো ঘটতো না৷ কথান্ত সাৱমৰ্ম হল কলকাতান্ত অ্যান্ডাব্ৰেজ লোক বোকা। নানে ঘুৱিয়ে ফিব্ৰিয়ে সমন্ত কেই বোকা বলা হল। ৰাড়িতে ফিন্তে সমন্ত সেই যে বিছানা নিলো যে গৱের দিন সকালের আগে উঠলই না। বউ এন্ত হাজার আনুরখ সতে ও দাঁতে ক্রুটো টি গর্বন্ত কটিলো না।

গব্রের দিন সকান থেকে সমর এর যুম জ্বর এনো। ডান্সার বাবু ণুরো ব্যাগার টা তনে সিধান্ত নিলেন নানসিক অবসাদ থেকেই এই জ্বর এর উৎপত্তি। তিনদিন এর নাথায় যখন জ্বর একটু নানছে তখন সকান বেলা বাড়ির কলিং বেল টা বাজন। বউ বাজার এ গেছিলো তাই সমর ই খৌড়াতে খৌড়াতে দরজা খুলে দিলো।

দরজ্ঞার বাইরে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাকে বুব চেনা চেনা নাগলেও হঠাৎ করে সমর ঠিক চিনতে পারলো না।

"আগনি কি সমন্ত্ৰ ৰাৰু ?" সমন্ত্ৰ যান্ধা কন্ত্ৰে নাথা টা ঝাঁকালো। "একটু দত্ৰকাত্ৰ ছিলো ডেন্তন্ত্ৰে আসতে পান্তি ?"

সমর কি বলচো কে জানে। কিন্ত এই সময় হঠাৎ ইলোরা - সমর এর বউ বাজার নিয়ে রিকনা থেকে নামলো।

ম্আগনা কে তো ঠিক চিনতে গাবলান না" - ইলোৱা ৰাজাৱ এর ব্যাগটা টা দরজার চৌকাঠে রাখতে রাখতে বলল।

```
"পুৰ বিশেষ দৱকাব্ৰ আনি এসেছি৷ একটু সমগ্ৰ ৰাণু কথা বলতে চাই"।
"আসলে উনি খুৰ অসুছ।"
"আনি ১০ নিনিট এগ্ৰ বেশি নেৰ না"
"আসুন"।
```

ন্দ্রনোক কাধের সবুচ্ছ রঙের ব্যাগ সামলে দরে ঢুকে পরলেন। ইলোরা বাঁ হাত দিয়ে কে সোফা এ বসতে ঈশারা করলো।

"আগনাদের এক টা ছিনিস ফেরত দেবার ছিলো।" এরগর ডদ্রলোক হাত চুকিয়ে ব্যাগ থেকে যে ছিনিস টা বের করলেন তাতে সমর এর অজ্ঞান হবার জোগাড়। এ যে তার অতি সাধের দুরবীন।

(8)

ভদ্রলোক এরণার যা বললেন তাতে বোমা গেলো ইনি নাঠের সেই ভদ্রলোক এর ছেলে। এনার নান সুজর এনার বাবার নান প্রনথেশ। ছেলের কথার বোমা গেলো ইদানীং প্রনথেশ বাবুর একটু হাত টান হরেছে। যদি কোনো জিনিস ভাল নাগে আর যদি একটু সুযোগ গাওয়া যার তাহলে প্রনথেশ বাবু কাল বিলম্ব না করে সেটা সরিয়ে ফেলেন। ছেলে প্রচুর বার বকা যথা করেছেন তাও কিছু লাভ হরনি। এর আগে ডু একবার নাকি ধরা গরতে গরতে বেশ্চি গেছেন। সুজর বাবু বাবার কৃতকর্ন এর জন্য প্রচুর বার নাফ চাইলেন। সমর তার সাধের ভুরবিন ফেরত গেরে তখনএত খুশি যে একবার কেনো হাজার বার ও তখন নাফ করে দিতে রাজি। তথু একটা প্রশ্ন থেকেই গেলো যে সুজর বাবু সমর এর ঠিকানা কোখার গেলেন। সে যাঁযাঁর ও উত্তর নিনলো। দুরবীন এর strap এ সমর এর ঠিকানা সাঁটানো ছিল।

ন্দদ্রলোক কে প্রচুর থন্যবাদ দিয়ে সমর যখন দরজা বন্ধ করতে যাছে তখন রান্তা দিয়ে বিনয় বাবু বাড়ি ফিরছেন। উচ্ছাস চাশতে না শেন্ত্রে সমর গুন্রো ঘটনা ওনাকে বলে ফেন্ন।

সৰ অনে ডদ্ৰলোক একটা কথাই বললেন "এই হল কলকাতা নশাই বুশ্বলেন ? দিন্নি ৰমে হলে শেতেন ফেৱত আপনার সাধের দূরবীন?" এরগর সমর এর হাঁ করা মুখের দিকে একবার ও না তাকিয়ে বিনয় বাবু গটগট করে চলে গেলেন।

Summer's End

Ishani Sengupta Daughter of Santanu (ETC '96) & Anu Sengupta

> In the lazy summer days When the sun was shining bright * And all we did was run and play Carelessly from morning to night **J**

In the wonderful summer days When the sun didn't set 'til late And we pleaded to stay outside Until out was the dinner plate *P*

But now the autumn breeze Blows away the endless days And covers our memories In a layer of falls colorful leaves *****

As we approach summers end Students bring out their books Reunited are friends And cherished are summers good looks

Another chapter of our lives Has come and gone But now we start a new chapter Because approaching is autumn

And as the cold winter days approach And while the sun doesn't shine so bold We wait by the window for snow To enjoy the holidays and cold *

Fun and Fear

Priyanka Chatterjee Daughter of Sudipta and Dibyendu Chatterjee/CE '97

My girl scout troop and I piled into a wooden cabin as we talked about the exciting things we could try this year. We had arrived at the Girl Scout Camporee 2015, an annual meet up of all the Girl Scout troops in our service unit. We pushed the screen door open to enter the well cleaned cabin with about 12 beds and shelves. As we explored the cabin and unpacked our stuff, we decided to make ourselves changing rooms by hanging extra sheets and using heavy items to hold it on top of the cupboard. The camporee kicked off with an inauguration ceremony also known as Ice Breaker Games. They are basically a chance to get teamed up with other troops and play games to get to know each other. That didn't last very long so soon we were walking on the dirt road back to our cabin to get ready for bed. After we were in bed we talked about what were our favorite parts of the games. I said "trading swaps". Swaps are cute, mini handmade items that are traded with other troop members. It is a way to make new friends. My favorite one was a mini marshmallow made out of a cotton ball with a toothpick in it to represent a marshmallow on a stick. I was sleepy so I wasn't up till everybody finished their "speech".

Next day we woke up bright and early and after a hearty breakfast of cereal and pancakes, we headed towards the zip line. We walked over a beautiful bridge and below us was a glistening and rippled lake leading out into the vast country. The zip line spanned above the lake where people boat. I literally took my glasses and headband off and shoved them into my backpack. I wanted to even take my shoes off, but I wasn't allowed to. I shivered as I walked up the shaky stairs to the platform from where the zip line took off. They hooked me on to the harness and 1, 2, 3.... and off I went far into the air! It was like flying in the air! My heart thumped as the zip line jerked to a halt. It was all over! I had done it all by myself!!! As they unbuckled my harness, I watched my friends come flying in. Soon we were heading towards the "ROPE COURSE"- which from the ground itself looked very challenging. And in fact really scary. Simply too scary!!! As I waited in line after putting on my harness, my friends who had already completed the course warned that the course was really difficult. I was seriously tempted to turn around but I eventually didn't!!!! My legs became jelly like and my stomach knotted as I climbed the rope net to the platform that led to the start of the course. It felt like it was 80 feet above the ground!!!!!! The rope course was divided into the following sections and every section had a log platform between them: 1) We had to walk across shaky wooden horizontal bars held down by ropes. There were two supporting ropes on either side. 2) The planks were a foot apart suspended on ropes so we had to balance ourselves carefully 3) We had to walk across a thin tightrope with no support on the sides, 4) We had to walk across a thin tightrope encountering big wooden bars as obstacles, finishing with a zip line to take us down. When I was on the fourth section, the people on the practice rope were merrily swinging along, shaking the entire structure. The practice rope is a practice rope course under the real one. I literally was yelling at them at the top of my voice, "Stop shaking!!!!!" On top of that, my harness was not being very obedient to move along. At times when it wasn't moving, I just held onto my mom for support. At one point I felt absolutely terrified, unable to keep my balance

that I needed to be rescued soon!!!! I was reeeally reeeally scared!!!! However, people all around me provided me with lots of encouragement and urged me to finish. So, at last with trembling knees I completed the rope course. As I whizzed down the zip line to the bottom, I felt extremely jubilant and triumphant!!!! I did it!!!! After such an adventure, we had a satisfying lunch in the big cafeteria and headed towards the pool. After splashing around in the beautiful pool for some time, we treated ourselves to ice cream sundaes. After that we had a chance to tie-dye camp shirts. I picked rainbow colors to smudge. The adventurous day was rounded off by a campfire celebration and a dance party. We all gathered around the fire and each troop put up some performance like skits, songs, dances or recitation. The tasty s 'mores were also immensely popular amongst the campers. Though I was very exhausted, I still did not miss out the opportunity to share exciting experiences with my cabin mates.

Next day, I was feeling sad as it was the final day of the camp!! We quickly devoured our breakfast and hurried outside to complete the remaining activities. Canoeing was another new activity that attracted me. I learnt to skillfully manage the oars of the canoe, by timing them with my partner. We had a delightful ride as a gentle breeze made it even more pleasant. After a while I found that we were no longer going in circles, we were actually drifting along. After we reached the other side of the lake, I saw couple of my friends standing around waiting for their ride on the big swing. It looked truly bizarre!!! Well, not as scary as the rope course. If I had finished the rope course, I could do this I told myself. I stood in line patiently as I watched my friends go up and down. Finally it was my turn. With my knees trembling, I climbed the shaking ladder. They harnessed me and fixed my helmet. My heart pounded harder as I was lifted inch by inch in the sky. When I was fully raised, I looked down. It seemed as if the people down below looked like ants. No time to think.... ahhhhhh!!!!!! They had let me go!! I went up and down and up and down. Mixed in my thoughts, I found myself back on Earth. It was over! I had done the big swing, and conquered my biggest fear! I wanted to go again but we were out of time. We had to leave. I had spent the weekend conquering fears, finding adventures, and making friends. I can't wait to come back to Pocono Valley Girl Scout Camporee next year!!!!!

Bangladesh: The Holy Land of Hindu and Buddhist Tirthas

Sachi G. Dastidar, PH. D. (Architecture '67) Distinguished Service Professor, State University of New York, Old Westbury Chair and Founder, Indian Subcontinent Partition Documentation Project Inc., New York

Over the millenniums several places have become famous tirthas or places of pilgrimages in Bengal. Large concentrations of those places are in today's Bangladesh. Many notable monks, rishis, bhikkhus, and famous personalities were born here. Many Muslim tombs of holy pirs and darbeshes exist here, notable among them is the mazar of Shah Jalal in Sylhet. There exist several famous Christian churches.

It is said that in the Golden Age of Bengal, Bengali Buddhist monks spread their faith in Tibet and Sri Lanka, and Hindus brought Hinduism to Shyam [Thailand], Cambodge [Cambodia], and in Jabadwip [Indonesia].

To document the religious heritage of Bangladesh, the Bangla Academy in Dhaka has published several books: on Hindu temples [Ratanlal Chaakraborty, Bangladesher Mandir, Bangla Academy, Dhaka, B.S. 1394,] Buddhist stupas and temples, and Muslim mosques and mazars.

In Bangladesh [Bengal] Hindu traditions of local, vedic, non-vedic, tribal, Mongolian along with Buddhist and Islamic, have all merged to give her a distinctive identity. Here the traditions of the saivaites, saktas and vaishnavs have merged producing many festivities from worshipping of tulshi plants and baniyan trees to snake goddess Manasa to Gods Kali, Shiv and Sri Krishna.

For the convenience of travel and for hotel accommodation, Bangladesh could be divided into six tirtha regions. For example, the Dhaka-Narayanganj-Mymansingh region of Madhya Bangla [central Bangla], the Khulna-Jessore-Kushtia Paschim Bangla [western Bangla], Barisal-Faridpur's Jal Bangla [marshy Bengal], the Chittagong-Comilla's Dakhin-Purba Bangla [southeast Bengal], Sylhet, and Uttar Bangla [North Bengal.]

It is worth mentioning here that it is estimated that there are over 20,323 temples in Bangladesh (Ref: Sibsankar Chakraborty, Uddipan, Sri Ramakrishna Mission & Mott, Dhaka, 1986.} Thus it is impossible to write about all these. Many of these are in disrepair, and many have been attacked by Muslim fundamentalists. Bengal temple architecture is a special feature of Indian architecture. Most of the famous styles are as follows: shikhar (steeple), rekha (line) or peerra (flat seat) deul, akchala (single slope), dochala (double sloped), charchala (four slopeed) or aatchala (eight sloped), pancha-rotno (five-jeweled or five-steeple) made out of various materials - the famous one being Bengal terracotta temples. After Lord Sri Chaitanya's birth in the 15th Century, a new liberal Hindu religious movement started in Bengal, and Sri Chaitanya's followers have built numerous temples throughout Bengal, notable among them in his native Sylhet, in the village of Sri Chaitanya, and in the birth places of his early disciples.

Pithas:

According Hindu customs, there are only 51 piths, spread from Baluchistan to Bengal, and Kashmir to Kerala. These are the places where the parts of the body of Ma Sati (Ma Kali) fell after her death.

However, eight of those sites are located in Bangladesh. There is no such concentration of holy places anywhere else. In these sites one normally finds temples of Lord Shiv and Mother Kali [Bhabani.] Bangladeshi piths are: 1. "Shugandha," Uttar (north) Shikarpur village, Gour Nadi Thana (police station), Barisal district; 2. "Karatoya Tot," Bhabanipur village, Sherpur Thana, Bogura; 3. "Srihatta," Jainpur village, Thana & district Sylhet; 4. "Jayanti," Baurbhag village, Jaintia, Sylhet; 5. "Tripura," Radhakishorpur, Comilla; 6. "Jesssoreswari," Iswaripur, Khulna; 7. "Kirit Devi Kamala," Botnagar, Elahiganj, Sylhet, and 8. "Chattagram," Sitakunda, Chittagong. Some individuals believe that the Elahiganj temple is not a pitha but it is the temple at Devikot village, Bangarh, Dinajpur. Of all these, the location of Chattagram at the mountain top at Sitakunda is spectacular, and is in decent shape as a tourist attraction and as a pilgrimage place.

Regions:

In central Madhya Bangla one must mention the thousand-year old Ramna Kali temple. This was partially destroyed by the fundamentalists and by the Pakistani Army in 1971, and later "cleared" by the independent government. Many Hindus still visit this site as a holy place. Then there is 15th Century Dhakeswari Mandir temple in Dhaka. Langolbandh near Dhaka attracts thousands of pilgrims in the month of Falgun [mid-February to mid-March] for a fair and for a holy dip in the Brahmaputra river. In the west of Dhaka, near Savar Memorial, is Dhamrai. Its Rath [chariot] Festival was the second most popular after Puri's [Orissa] Ratha-jatra of Lord Jagannath, Balaram and Shuvadra. During the 1971 Bangladesh Liberation War the eight storey rath was destroyed by the Islamic Army of Pakistan and its Bengali Islamist allies. Now with a smaller rath [chariot], Ratha-jatra and Rather-mela [fair] attracts thousands of people. Incidentally, Dhamrai has a beautiful collection of 18th-20th century buildings dalan and zamindar [land owner] jamidar barris of typical Hindu families.

In the west there are several 3 to 4 centuries-old temples dedicated to Lords Shiv, Kali and Sri Krishna. Jessoreswari of Khulna is the most famous among them. In addition there are Raghunath mandir and Gopinath mandir of Abhoynagar, Ganesh mandir of Jhenaidaha, Krishna and Durga mandirs of Mohammadpur, Shiv mandir of Magura, Kodala Mott of Khulna, LakhsmiNarayan and Jorhbangla Mandir templesof Jessore, Pancha-Rotno mandir of Noldanga, etc. In Kushtia, Shilaidaha of Rabindranath, Bengal's singing minstrel Lalon's tomb and Mosharaf Hossain's homestead is a must-see for all.

There are several mandirs, motts and ashrams in southern marshy Jal Bangla. Indian freedom fighter Charonkobi [wondering minstrel] Mukunda Das has created a place of pilgrimage through his Kali temple in Barisal town. Then there is Sugandha pitha a couple of miles north of Barisal. A few miles north is the 400-year old Maha-Bishnu temple at the LakhsmanKathi village east of Batajore. Adjacent to that is the 16th century Mahilara Leaning Mott or Sarkari Mott. In Madaripur one will find the Pronob Mott, the former head quarters of the Bharat Sevasram Sangha, at Bajitpur village founded by the Indian nationalist and Hindu reformer Swami Pranavananda Maharaj. A large fair is held annually during Guru Purnima [February full moon.] In the southeast Dakhin-Purba Bangla there are at least 50 famous Hindu-Buddhist temples and viharas in Chittagong city alone. Some of the well known are: Raj-rajeswari Kalibari, Chatteswari Kalibari, Panchanan Dham, Nandan-kanan Buddhist Mandir temple, Brahmo Mandir, Koibalya-dham, Jagatpur Ashram, Sitakunda, Pancha-batika of Swami Vivekananda fame, etc. In and around Comilla there are Abhoy Ashram, Iswar Pathshala, Gandhi Ashram of Noakhali, half-a-millennium old Chandimura temple, 10th century Moynamati Vihara, and more.

Sylhet has hundreds of famous temples dedicated to Lords Kali, Shiv and Sri Krishna. Bagala Matar Mandir temple of Habiganj and Kalibari of Jaintiapur is known throughout the Subcontinent. Sylhet is also a destination of many pilgrims for the Islamic saint of Shah Jalal.

In North Bengal kings and zamindars have helped create many temples, mosques, palaces and ashrams. One of the most famous temples is the Kantajir [terracotta] Mandir of Dinajpur. Two 9th and 10th century Buddhist stupas (mounds) are very important attractions there. They are located at Paharpur and at Mahasthangarh. Additionally, Bogura's Karatoa Tott tirtha, Bardhan-Kuthi Mandir temple of Rangpur, Shiv and Gobindo Mandir temples of Putia is worth mentioning in addition of the well planned of the same name.

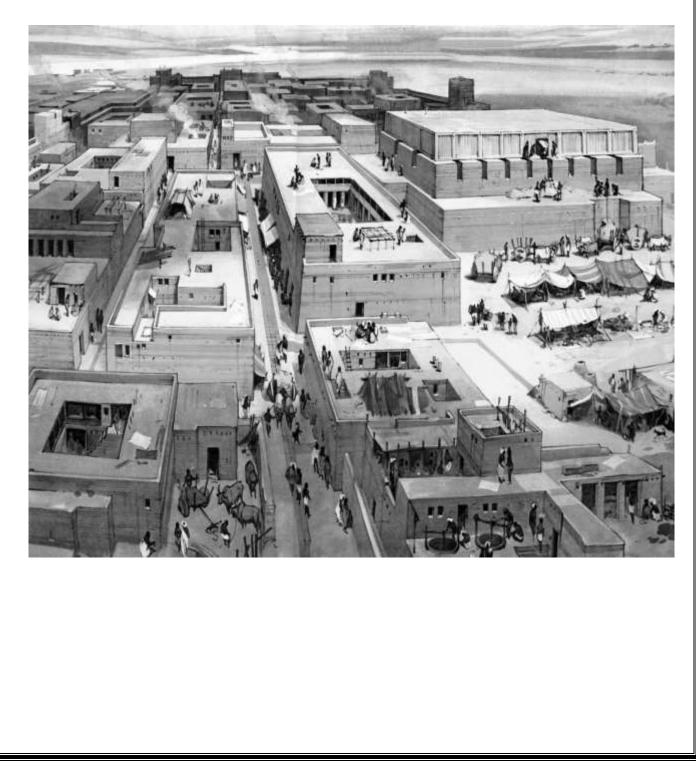
<u>Ladybug</u>

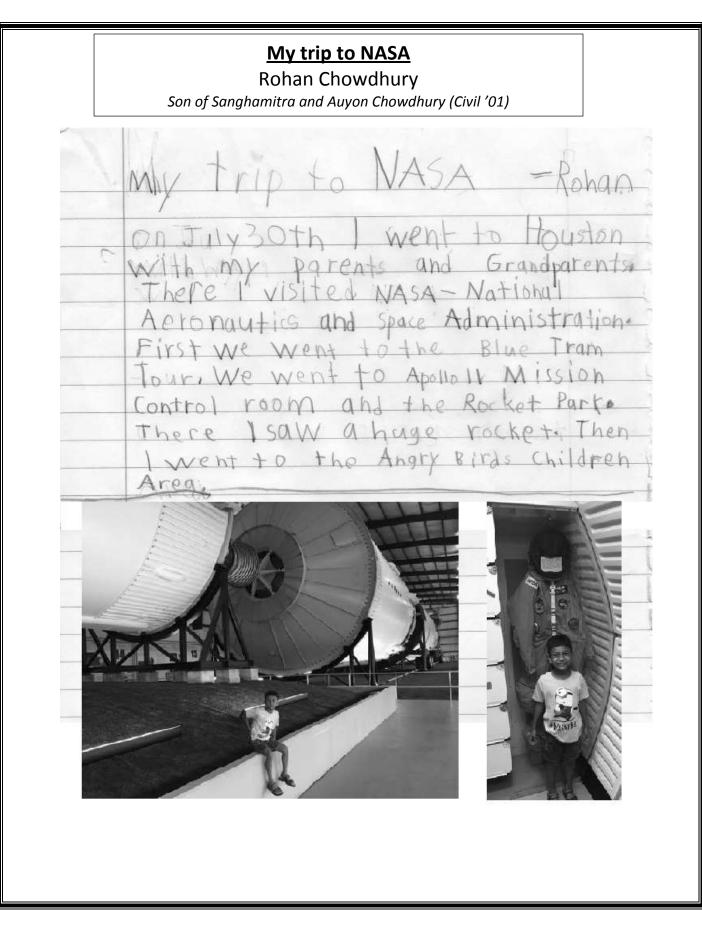
Yana Samanta, 4th Grade Daughter of Sujan Samanta (CE '93)



<u>Mohenjodaro</u>

Debu Chaudhuri – EE '68





After turch we watched a movie. And then we went to the Moon Exhibit Where I touched a rock from the Moon! The red tham tour took us to a huge testing and training area There astronauts practice living in Space Finally, before leaving we went inside in space shuttle. It was a very good trip

<u>A Visit down Memory Lane: Hardinge Bridge at Bangladesh</u> Amitabha Ghosal (C.E. 1957)

Hardinge Bridge was inaugurated by Lord Hardinge in March 1915 and from the beginning of the year I was feeling that there should be a national tribute to this remarkable structure by people in Bangladesh, who really inherited this Bridge.

Construction of this massive Bridge across the Lower Ganges with discharge of more than 150,000 cause and surface velocity of 12 ft/sec in monsoon period was a big challenge in the first decade of twentieth century, but to complete the construction of sixteen well foundations going down to 160 ft below low water level and fabrication and erection of fifteen steel girder spans with fancy shape, weighing 21000 tons, in thirty eight months was sheer engineering miracle. This was made possible by dedicated efforts and meticulous planning by the team under Sir Robert Richard Gales, appointed as the Engineer in Charge by the British India government. The bridge needed extensive river training work to control the fast flowing water mass within a confined corridor at the bridge point.

Despite appointing the iconic hydraulic expert Sir Francis Spring to help plan and design the massive guide bundhs, the bridge almost got demolished by the flood waters in 1933. Dedicated day and night work by a large work force led by the resident engineer Harvey, with support from a large fleet of paddle steamers, barges, tugs, innumerable boats and trains of railway wagons, for more than two years could bring back the river under control!

The cost of this emergency restoration was more than the initial spending on river training works.

The bridge suffered a third misfortune during the war of liberation in 1971 and while one span fell down in the river and had to be abandoned, the ninth span was totally incapacitated with seventy feet length of the downstream truss blown off by some accurate missile attack by the army, to stop the enemy from crossing over the bridge to the other bank.

The work of restoration came to BBJ through Indian Railways and it was my luck to have been awarded the responsibility to design and guide rehabilitation work. What followed was an intense period of innovative engineering work and long hours at site to be able to first restore single line traffic in seven months time and then return to restore the bridge to original shape and double line traffic for which the bridge had been designed.

This unique task left me exhilarated with success and Hardinge became a part of my body and soul- it also became an entity for each of my family members who had all spent time at site.

When an invitation came for attending the Bridges seminar at Dhaka organised by IABSE, Bangladesh and Japan Association of Civil Engineers, dedicated to the Centennial of Hardinge Bridge, I felt overwhelmed with joy and in a very short time sent the organisers a paper covering the almost fictional life story of this unique bridge that had many lives. Sila decided to join me for the trip immediately and both my sons felt excited that we are again going back to the site, treasured as rich memory.



I am happy that we could attend the event. The seminar was very well organised, with more than ninety delegates from abroad and more than two hundred local delegates, leaders of the profession, academics and young engineers who were born after liberation and knew nothing about the war and its effect on engineering infrastructure.

Given the opportunity to lead the session on heritage bridges in the country, my half an hour presentation evoked intense reactions from the audience and many were enthralled to learn of the innovative restoration work that kept the bridge going for Forty years after the apparently incurable damages inflicted during "Mukti juddha". As the country was in doldrums during the restoration work, hardly any Railway Engineer was aware of this part of engineering history. The subject received lot of attention and me lot of adulation and affection. People in Bangladesh, being more Bengali than us, are emotional and sensitive- and made me feel like I have done something special.



Both during Inaugural session and Valedictory session, where ministers were present, mention was made about presence of the engineer connected with restoration of this valuable engineering show piece, mentioning me by name. During the Valedictory session I presented to the Railway minister a volume complaining all the papers related to different phase of Hardinge Bridge life including our articles published in International fora.

One of the highlights was the visit to Hardinge Bridge site by a special train called Centennial trip to Hardinge, hosted lavishly by Bangladesh Railways. At the site we were accosted by a huge gathering of Journalists and Photographers and the entire visit was covered by electronic media. We really felt like VIPs for a few hours with continuous requests for phot ops with the eager media persons.



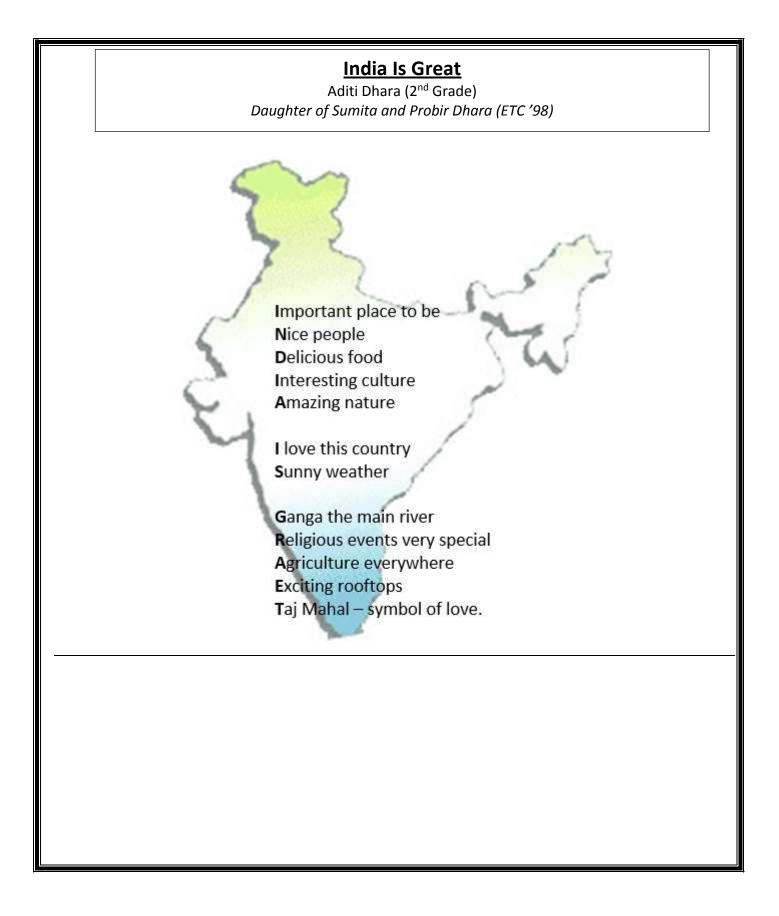
The visit on the bridge brought back the memories of those hard but professionally satisfying days when our entire team was working extended hours in darkness, often only by moonlight with the continuous roar of flowing waters providing background music. The engineering team silently fulfilled the demand of the newly formed country to be able to export Its only product - the golden fibre Jute that was still in demand in International market, by October.

Today Bangladesh looks like a country coming out of its morass, with Agriculture flourishing, farmers lifting three to four harvests and an young population ready to travel across shores to man the development and service sector demands of other countries.

The young engineers looked more dedicated and eager to learn, and be a part of development scenarios in own country, or outside.

May be one day they will move ahead like the Asian Tigers of yester year.

We came back - happy and contented.



Bengal Engineering College Alumni Association USA & Canada 2015 Alumni Addresses



For Additions & corrections, please write to:

BECAA Address Change 17 Whitehead Road Bridgewater, NJ 08807 OR Email: niloy.jana@gmail.com

We are not publishing individual Email Addresses due to privacy concern and to avoid its misuse. Please contact us if you need further information. If you need to contact any alumnus by email, please drop a line to the above mentioned email address.

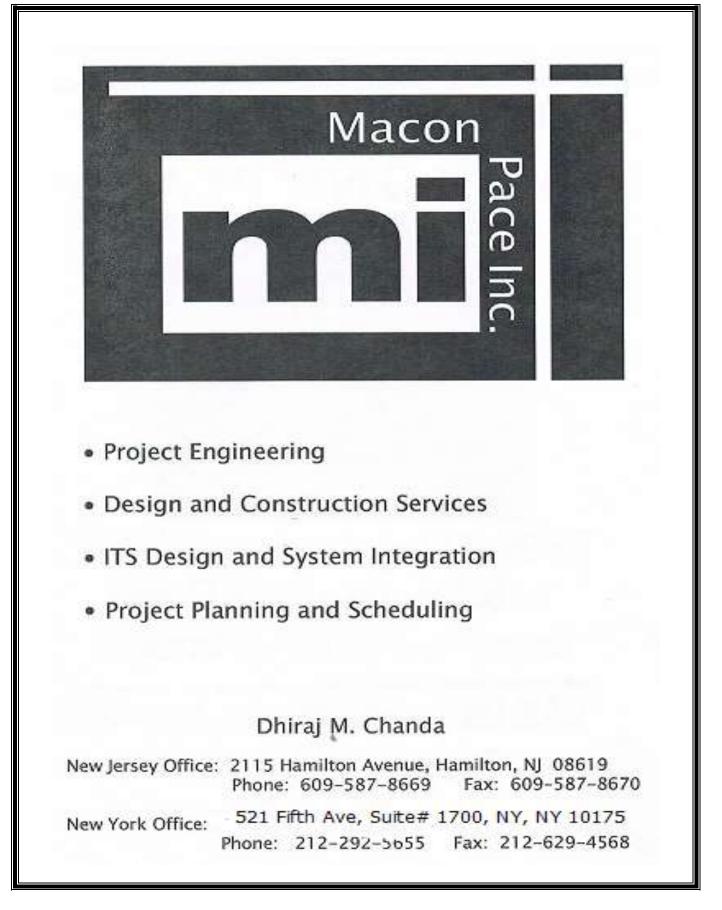
BENGAL ENGINEERING COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION, 44TH ANNUAL REUNION 2015

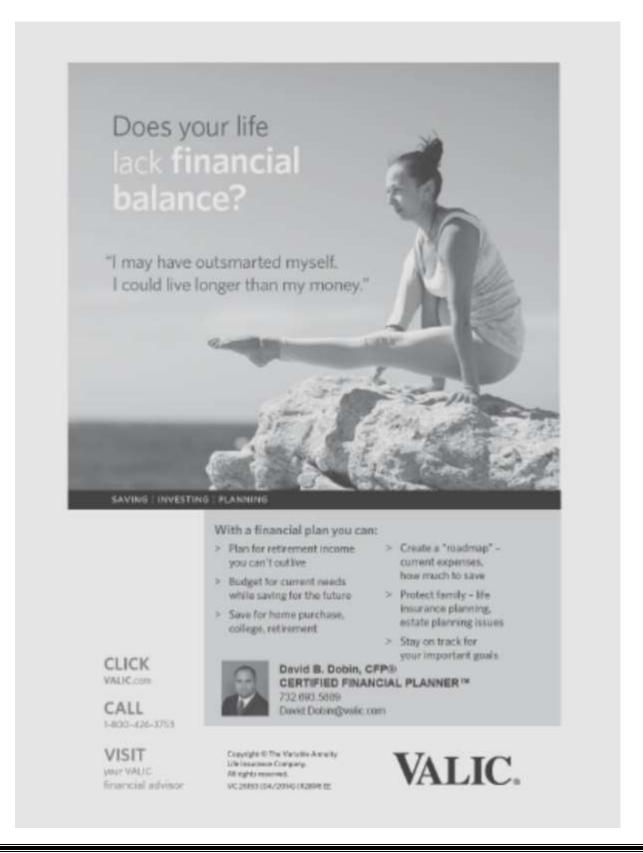


THIS PUBLICATION OR ANY PART THEREOF MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION

We appreciate and are grateful to our *sponsors* who support our efforts to publish this Magazine

Best Wishes from Following Sponsors





Our Best Wishes to BECAA

www.UsBengalForum.com

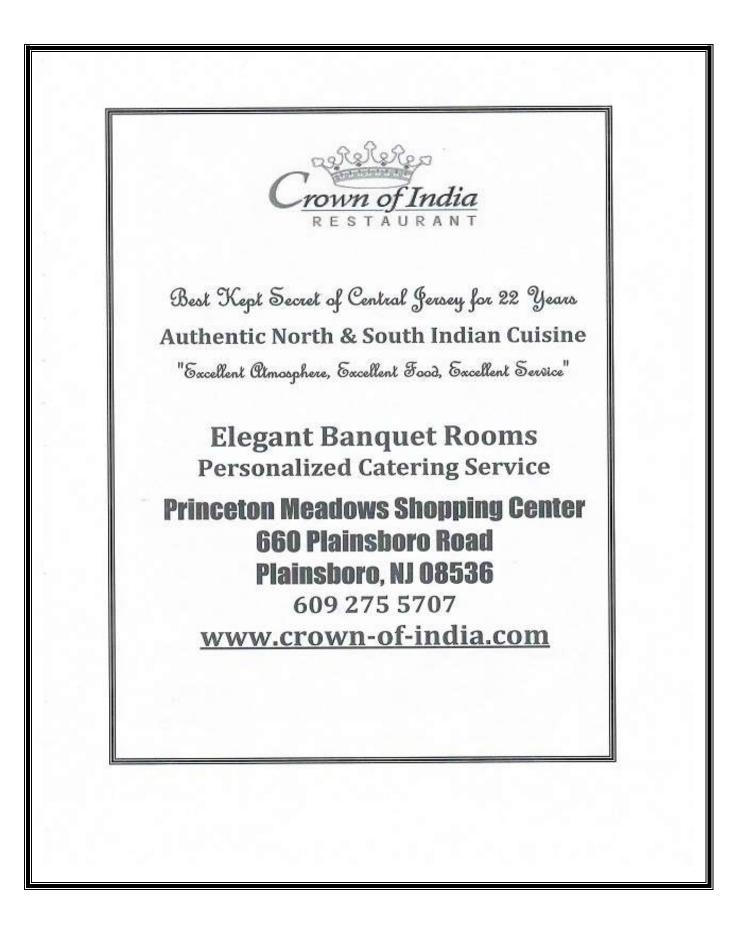
Magazine

Sponsored by

Computer Control & Support Inc.

www.computercontrol.net Contact - Debu Chaudhuri

PO Box 9091. Paramus, NJ 07653
 201 289-0198
 debuc@aol.com





Agents you can trust.

For decades, our financial professionals have been closely associated with the community. They can help you develop a financial strategy to protect what matters most to you.



Dolly Chadda Colvin Agent, New York Life Insurance Company 379 Thomal Street, 8th Floor Edison, NJ 08837 dccolvin@fl.newyorklife.com (571) 338-8952 | (732) 744-3804

GOINC

Life Insurance. Retirement. Long-Term Care.



@2013 New York Life Insurance Company 51 Madison Ave, NY 10010. Keep Good Going@ is a registered trader All rights reserved. erk of New York Life Insurance Co

Our Best Wishes to BECAA





"I can help you sell your home at the best possible price, and find you your next dream home."

Atreyee (Atree) Dasgupta ABR, Relocation Specialist Weichert Realtors NJAR Circle of Excellence Award winner W--609-799-3500 C--732-715-7599

Superior Marketing Superior Negotiating Superior Results

More coverage. Less spendage.



Randy Loyd, Agent 260 East Main Street Ramsey, NJ 07446 Bus: 201-825-2100 randy.loyd.lqpl@statefarm.com

Discounts up to 35%

Get more. Spend less. It's that simple when you get car insurance from us. Like a good neighbor, State Farm is there.[®] CALL FOR A QUOTE 24/7.



0901129.1

*Discounts may vary by state. State Farm Mutual Automobile Insurance Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL

>> USA & Canada <<

